ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-177 ■ 28 March, 2026 ■ আগরতলা ২৮ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১৩ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এডিসি নির্বাচন

বৈধ ১৮১টি মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের জন্য জমা পড়া মনোনয়নপত্রের যাচাই প্রক্রিয়া শেষে মোট ১৮১টি মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন নির্বাচন সংক্রান্ত অগ্রগতি সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, সমগ্র প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৫ মার্চ। মোট ১৮৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন এবং মনোনয়নপত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৮টি। গতকাল ২৮টি আসন জুড়ে মনোনয়ন যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

যাচাইয়ের পর রিটার্নিং অফিসাররা ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮১টি মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছেন, অপরদিকে বিভিন্ন কারণে ৫টি মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ আগামীকাল। এরপরই চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

দলভিত্তিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অধিকাংশ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। বিজেপি এবং তিপ্রা মথা ২৮টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। সিপিআই(এম) ২৫টি, কংগ্রেস ২৭টি এবং আইপিএফটি ২৪টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। এছাড়াও সিপিআই ও একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থীও মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

এছাড়া, এখনও পর্যন্ত মডেল কোড অব কন্ডাক্ট (এমসিসি) লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলেও জানান তিনি।

নির্বাচনটি আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে এবং কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ১৭ এপ্রিল ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি মোকাবিলায় 'টিম ইন্ডিয়া' আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস) ।। পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় রাজ্যগুলিকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের সঙ্গে এক ভিডিও কনফারেন্স বৈঠকে দেশের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "টিম ইন্ডিয়া" হিসেবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হলো অর্থনীতি ও বাণিজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শিল্প ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

রাজ্যগুলিকে সরবরাহ শৃঙ্খল স্বাভাবিক রাখতে নির্দেশ দিয়ে তিনি মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, আসন্ন খরিফ মরসুমকে সামনে রেখে সার মজুত ও বিতরণে আগাম পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে। সীমান্ত ও উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে নৌপরিবহন, জরুরি সরবরাহ ও সামুদ্রিক কার্যক্রমে কোনো সমস্যা না হয়। ভুল তথ্য ও গুজব রটনা থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল ও ডিজেলে আবগারি শুল্ক ১০ টাকা কমালো কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস)।। আন্তর্জাতিক তেলের দামের অস্থিরতার মাঝে পেট্রল ও ডিজেলে লিটার প্রতি ১০ টাকা আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শাসক জোট এনডিএ-র নেতারা। তাঁদের মতে, এই পদক্ষেপ মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমাতে এবং সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে সময়োপযোগী উদ্যোগ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত" নিয়েছেন। তিনি জানান, সরকার সবসময়ই সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনা করে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ।"

একই সুরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাভনীত সিং বিট্টু বলেন, এই পদক্ষেপ মোদি সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতির প্রতিফলন। তিনি বলেন, "বিশ্বের বহু দেশে মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়লেও ভারত তার নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। এটি দেশের জন্য বড় স্বস্তি।"

বিজেপি সাংসদ দামোদর আগরওয়াল এই সিদ্ধান্তকে "বাস্তব ও তাৎপর্যপূর্ণ স্বস্তি" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, "বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বাড়লেও কেন্দ্র দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।"

অন্য এক বিজেপি সাংসদ শশাঙ্ক মণি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিশেষত হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনার কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। তা সত্ত্বেও সরকার দেশীয় বাজারকে সুরক্ষিত রাখতে পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হারদীপ সিং পুরি এবং নির্মলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। দেশজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার জ্বালানির ওপর আবগারি শুল্ক লিটার প্রতি ১০ টাকা কমানোর ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গৃহস্থ পরিবার ও পরিবহন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্তদের ওপর আর্থিক চাপ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। জ্বালানির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইরান জয়ের দাবি জানিয়ে ১০ দিনের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ (আইএএনএস) ।। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে "সম্পূর্ণ বিজয়" অর্জন করেছে এবং তেহরানের সামরিক সক্ষমতা বড় অংশে ধ্বংস হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ১০ দিনের সময়সীমা ঘোষণা করেছেন আলোচনা চালানোর জন্য।

ফক্স নিউজের "দ্য ফাইভ" অনুষ্ঠানে ফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, মার্কিন সামরিক অভিযান ইরানের যুদ্ধ চালানোর ক্ষমতাকে কার্যত নষ্ট করেছে। আমরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধ জিতেছি। সামরিকভাবে, আমরা সম্পূর্ণ যুদ্ধ জিতেছি, তিনি বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বাধা দেওয়া এবং শত্রু রাষ্ট্রকে এমন ক্ষমতা না দেওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া।

আপনি পাগলকে বা ভয়ঙ্কর মতাদর্শকে পারমাণবিক অস্ত্র নিতে দিতে পারেন না, ট্রাম্প বলেন। ট্রাম্প মার্কিন অভিযানের পরিধি বিশদভাবে তুলে ধরেন, ইরানের সামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা জানান।

আমরা তাদের নৌবাহিনীকে শেষ করেছি, বিমান বাহিনীকে শেষ করেছি আমরা তাদের বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছি, তিনি বলেন, এবং আরও যোগ করেন যে ক্ষেপণাস্ত্র প্রবর্তন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কও লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন যে মার্কিন বাহিনী ইরানের নেতৃত্ব কাঠামোতেও আঘাত হেনেছে। আমরা তাদের নেতাদের শেষ করেছি তারা এখন লড়ছে না, আমরা চাই না যে তারা সেই অবস্থান ধরে রাখুক, তিনি বলেন। প্রবল ভাষণ সত্ত্বেও ট্রাম্প বলেন, ইরানের অনুরোধে তিনি আরও উত্তেজনা বাড়ানো স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চৈত্র মেলায় যানজট রুখতে বড় সিদ্ধান্ত মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। আগামী ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী চৈত্র মেলা। শহরের যানজট সমস্যা কমাতে এবছর একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। অন্যান্য বছরের মতো শকুন্তলা রোডে নয়, এবার মেলার আসর বসবে শিশু উদ্যানে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, ১ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই মেলা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সুদীপ খুনের মামলায় অভিযুক্ত কমান্ড্যান্টকে অবসরভাতা প্রদানের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, খুনের মামলায় অভিযুক্ত বরখাস্ত ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস কমান্ড্যান্ট তপন দেববর্মার অবসরভাতা তার বরখাস্ত হওয়ার পূর্ববর্তী সর্বশেষ বেতনের ভিত্তিতে পুনর্গণনা করে প্রদান করা হোক। এছাড়াও, বকেয়া অর্থের ওপর সুদসহ প্রদান নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

আবেদনকারী ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ২য় ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট তপন দেববর্মা ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২১ নভেম্বর ২০১৭ থেকে বরখাস্ত ছিলেন, যখন বোধজুঙ্গনগর পুলিশ স্টেশন মামলায় (মামলা নং ৫০/২০১৭, ধারা ৩০২ আইপিসি ও ধারা ২৭ আর্মস অ্যাক্ট) তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মামলার বিচার এখনও চলমান।

আবেদনকারীর অভিযোগ, তিনি অপরাধ মামলার সময় বৃদ্ধি করা সাবসিস্টেন্স এলাউন্স পাননি এবং অবসর গ্রহণের পর আংশিক পেনশনও প্রদত্ত হয়নি। তিনি আরও দাবি করেন, তার ছুটি নগদীকরণ সাবসিস্টেন্স এলাউন্সের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে, সর্বশেষ বেতনের ভিত্তিতে নয়। এছাড়াও, তার জেনারেল প্রোভিডেন্ট ফান্ড বিলম্বে প্রদান নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, যা অবসর গ্রহণের এক বছরের বেশি সময় পর, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫-এ প্রদান করা হয়।

রেকর্ড পর্যালোচনা করে, বিচারপতি এস. দত্ত পুরকায়স্থ-এর নেতৃত্বে সিঙ্গল বেঞ্চ লক্ষ্য করেন, নভেম্বর ২০১৭-এ বরখাস্ত হওয়ার আগে আবেদনকারীর শেষ মূল বেতন ছিল ৯২,০৭০ টাকা। তবে, তার সাবসিস্টেন্স এলাউন্স হিসাব করা হয়েছিল ৪৬,০৩৫ টাকা প্লাস প্রযোজ্য এলাউন্স।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে, ছুটি নগদীকরণ এবং আংশিক পেনশন উভয়ই সাবসিস্টেন্স এলাউন্সের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে, সর্বশেষ বেতনের ভিত্তিতে নয়। সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস (পেনশন) রুলস, ১৯৭২-এর রুল ৬৫ উল্লেখ করে আদালত বলেন, আংশিক পেনশন অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত এবং তা শুধুমাত্র সাবসিস্টেন্স এলাউন্সে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

আদালত আবেদন মঞ্জুর করে নির্দেশ দেন, রাজ্য সরকার আবেদনকারীর ছুটি নগদীকরণ সুবিধা এবং আংশিক পেনশন তার বরখাস্ত হওয়ার আগে সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে গণনা করবে এবং বকেয়া অর্থ, যদি থাকে, সুদসহ প্রদত্ত হবে, যা তার অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে গণনা করা হবে।

আদালত আরও নির্দেশ দেন, রাজ্য সরকার জিপিএফ থেকে প্রদত্ত সুবিধার ওপরও প্রতি বছর ৭ সুদ প্রদান করবে, অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে অর্থ প্রদান হওয়া পর্যন্ত। অপর চার মাসের নভেম্বর ২০১৯, এপ্রিল ২০২০, আগস্ট ২০২০ ও ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাবসিস্টেন্স এলাউন্সও প্রদানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের সেরা তালিকায় ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে একসময় অনেক অভিযোগ থাকত লোডশেডিং, বিল সংক্রান্ত সমস্যা, দেরিতে পরিষেবাএসব ছিল নিত্যদিনের বিষয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন ত্রিপুরা শুধু নিজের বেশিরভাগ সমস্যা গুলো কাটিয়েই ওঠেনি, বরং দেশের সেরা বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক এবং রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন -এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'কনজিউমার সার্ভিস রেটিং অফ ডিসকমস' তথা সিএসআরডি-এর সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেশের মোট ৬৬টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার মধ্যে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড 'এ' গ্রেড অর্জন করেছে।

এটা শুধু একটা রেটিং নয়, বরং ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিষেবার মান কতটা উন্নত হয়েছে, তার এক শক্ত প্রমাণ। গত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে যেখানে টিএসইসিএল ছিল 'বি' গ্রেডে, সেখানে মাত্র এক বছরের মধ্যে সরাসরি 'এ' গ্রেডে উঠে আসা নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০২২-২৩ সালে যেখানে সংস্থার অবস্থান ছিল ৫১ নম্বরে, ২০২৩-২৪ সালে তা উঠে আসে ৪৪ নম্বরে, আর এবার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২৪ নম্বরে পৌঁছে গেছে। এই দ্রুত উন্নতি প্রমাণ করে যে, পরিকল্পনা এবং পরিশ্রমদুটোই ঠিক পথে এগিয়েছে।

এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্মী, আধিকারিক এবং প্রকৌশলীদের। তারা নিরলসভাবে কাজ করে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে মানুষের কাছে আরও সহজ, দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন। একইসঙ্গে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং এবং নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু-এর নেতৃত্ব এই অগ্রগতিকে আরও শক্ত ভিত দিয়েছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এটি নিগমের প্রতিটি কর্মীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি-মথা সংঘর্ষে উত্তপ্ত জারুলবাচাই, আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিম ত্রিপুরার পেকুয়ারজলা জন্মেজয়নগর কেন্দ্রের জারুল বাচাই বাজার এলাকায় শুক্রবার সকাল আটটার পর বিজেপি ও তিপ্রামথার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, উভয় পক্ষের সশস্ত্র সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সংঘর্ষ চলাকালীন ঘটনাস্থলে গুলিও চলেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী এবং ডুকলি মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত করতেই এই সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে। একইসঙ্গে তারা পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এডিসি নির্বাচনকে ভয়মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং আরক্ষা প্রশাসনকে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পারিবারিক কলহের জেরে যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। গোর্খাবস্তি নতুন পল্লী এলাকায় পারিবারিক কলহের চরম পরিণতিতে এক যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সুশান্ত দে (২৮) নামের এই যুবকের মৃত্যুতে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং গভীর শোকের পরিবেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় গুলিকাণ্ডে দুই অভিযুক্তের ১৪ দিনের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ মার্চ ।। কয়েকদিন আগে বিশালগড়ের নেতাজি নগর এলাকায় এক ঠিকাদারের বাড়িতে সংঘটিত গুলিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে জোরদার তৎপরতা চালিয়ে অবশেষে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করল পুলিশ। শুক্রবার কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুভম সাহা এবং রণবীর সরকার ওরফে মনকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলিকাণ্ডের পরই বিশালগড় থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয় এবং মূল অভিযুক্ত রণবীর দেবনাথ ও তার সহযোগীদের ধরতে সিপাহীজলা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর থেকেও দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়, যার ভিত্তিতে টানা অভিযান চালাতে থাকে পুলিশ।

দীর্ঘ অভিযানের পর বৃহস্পতিবার রাতে রণবীর দেবনাথের গ্যাংয়ের সদস্য শুভম সাহাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর শুক্রবার ভোররাতে গ্যাংয়ের আরেক সদস্য রণবীর সরকার ওরফে মনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

শুক্রবার সকালে বিশালগড় থানায় পৌঁছে গোটা ঘটনার অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার আইপিএস বিজয় দেববর্মা। পরে দুপুরে দুই অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাদের রিমান্ডের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ।। বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করল অল ত্রিপুরা আশা ফেসিলিটেটরস ও আশা কর্মী এসোসিয়েশন। মজদুর মনিটরিং সেল অনুমোদিত এই সংগঠনের উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের সামনে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মীরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্রুত সমাধানের দাবি তোলেন।

পরবর্তীতে সেখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন প্রদান করে। এসময় রাজ্যপালের নিকট জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে আশা কর্মীদের বিভিন্ন দাবি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বেতন, ভাতা ও কর্মপরিস্থিতি সংক্রান্ত নানা সমস্যায় ভুগছেন আশা কর্মীরা। এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান না হলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৮ মার্চ, ২০২৬ইং
১৩ চৈত্র, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ক্ষীণদৃষ্টি সমস্যা বড়িতেছে

গবেষণায় দেখা গেছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (প্রায় ৫০০ কোটি মানুষ) মায়োপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টি সমস্যায় আক্রান্ত হইতে পারেন। তবে আমরা সাধারণত স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের 'স্ক্রিন টাইম' কে একমাত্র দোষী মনে করিলেও, আসল কারণগুলো আরও গভীরে প্রোথিত।এর পেছনে কাজ করছে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন। মানুষ এখন দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরের ভেতরে কাটায়। চোখের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক সূর্যালোক অত্যন্ত প্রয়োজন। সূর্যের আলো আমাদের চোখে ডোপামিন নিঃসরণ করিতে সাহায্য করে, যাহা চোখের মণি বা আইবলকে অতিরিক্ত লম্বা হওয়া থেকে বিরত রাখে। ঘরের ভেতরে কৃত্রিম আলোতে বেশি থাকার ফলে চোখের স্বাভাবিক গঠন ব্যাহত হইতেছে।শুধু স্ক্রিন নয়, দীর্ঘক্ষণ বই পড়া, সেলাই করা বা ছোট কোনো জিনিসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকাও চোখের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আমাদের চোখ মূলত দূরের জিনিস দেখিবার জন্য বিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক জীবন আমাদের কেবল 'কাছের কাজ' করিতে বাধ্য করিতেছে।শহুরে জীবনে আমাদের দৃষ্টি দিগন্তের দিকে যাওয়ার সুযোগ পায় না। বড় বড় দালানকোঠার ভিড়ে আমরা সবসময় কাছের বস্তু দেখি। চোখ যখন নিয়মিত দূরে তাকানোর সুযোগ পায় না, তখন সেটি কাছের জিনিস দেখিবার জন্য নিজেকে মানাইয় নেয়।ফলে দূরের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া যায়।যদিও বংশগতি একটি বড় ফ্যাক্টর, কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েক দশকে যেভাবে এই সমস্যা বাড়িয়াছে, তাহার পেছনে পরিবেশগত পরিবর্তনই প্রধান। ভবিষ্যতের এই 'ঝাপসা' পৃথিবী এড়াইতে ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি আমাদের জীবনযাপনের ধরণেও বড় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

মোবাইল থেকে চোখ সরানো সম্ভব নয়। ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে কাজ করিয়াই দিনের বেশি সময় কাটে। অতএব এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও অসম্ভব। ডিজিটাল পর্দা চোখের ক্ষতি করিতেছে ঠিকই, তবে কেবল প্রযুক্তির দোষ দিতে রাজি নন গবেষকেরা। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলিতেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ হয় মায়োপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টির শিকার হইবেন। এর কারণ যতটা 'স্ক্রিন টইম', তার চাইতেও বেশি রোজের এক অতি সাধারণ অভ্যাস।মায়োপিয়া এমন এক রোগ, যেখানে কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়, তবে দূরের জিনিস দেখিতে সমস্যা হয়। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কমবয়সিদের মধ্যেই মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। 'এর কারণ মোবাইলের নীল আলো নয়, বরং নিবু নিবু বা কম আলোয় কোনও কিছু দেখা বা পড়ার অভ্যাস। স্বল্প আলোয় বা আবছা অন্ধকারে মোবাইল দেখা, বই পড়া বা কোনও কাজ করিবার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এখনকার সময়ে অন্দরসাজেও এমন নিবু নিবু আলোরই ব্যবহার বেশি। সেগুলিই জ্বালাইয়া রাখা হয় বেশির ভাগ সময়ে। এতে ঘরের সাজসজ্জায় মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয় বটে, কিন্তু চাপ পড়ে চোখের উপরে।কম আলোয় দেখা বা বই পড়ার অভ্যাস কতটা বিপজ্জনক, তাহা নিয়া গবেষণা করিয়াছেন নিউ ইয়র্ক কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি-র গবেষকেরা। তাঁহাদের যুক্তি, কম আলোয় কিছু দেখিবার সময় চোখের মণি সঙ্কুচিত হয়। সে ভাবেই আলোর প্রতিফলন ঘটাইয়া চারপাশের দৃশ্য পরিষ্কার দেখিবার চেষ্টা করা হয়। এতে যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহা হইল রেটিনায় আলো পৌঁছোনোর পথটা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, যাহা চোখের পেশিতে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে।

টি.টি.এ.এ.ডি.সি. নির্বাচন: খোয়াই জেলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ

আগরতলা, ২৭ মার্চ: আসন্ন টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র সাধারণ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে খোয়াই জেলার জেলাশাসক খোয়াই জেলার অন্তর্গত সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। অস্ত্র আইন ১৯৫৯-এর অধীনে এই আদেশ জারি করে জেলাশাসক জানিয়েছেন, খোয়াই জেলার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীদের সমস্ত ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে জেলার অন্তর্গত ব্যাঙ্ক সমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তারক্ষীদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। উল্লেখিত তারিখের পর কোনও ব্যক্তির কাছে যদি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদ পাওয়া যায় তবে তিনি আইনানুগ বিচারের সম্মুখীন হবেন এবং অস্ত্র আইন ১৯৫৯-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী তার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র নির্বাচন: খোয়াই জেলাশাসকের কার্যালয়ে কন্টোল রুম

আগরতলা, ২৭ মার্চ: টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এস.টি.), ১২-রামচন্দ্রঘাট (এস.টি.), ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এস.টি.) নির্বাচন কেন্দ্রে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে খোয়াই জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের একটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। কার্যালয়ের দ্বিতলে ১৩২ নং রুমে খোলা এই কন্টোল রুমের ফোন নম্বর হলো ১৯৫০। নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই কন্টোল রুম ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে বলে জেলাশাসক কার্যালয়ের এ.ই.ও. কবিন্দু দেববর্মা জানিয়েছেন।

এডিসি নির্বাচন: খোয়াই জেলার ২টি আসনে অবজারভার নিযুক্ত

আগরতলা, ২৭ মার্চ: রাজ্য নির্বাচন কমিশন আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে ৯-হালহালি-আশারামবাড়ি (এসটি) কেন্দ্রের জন্য ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের সচিব ধনবাবু রিয়াংকে জেনারেল অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করেছে। তাঁর সাথে লিয়াসন অফিসার হিসেবে থাকবেন গৌরচাঁদ সিনহা। জেনারেল অবজারভার ধনবাবু রিয়াংয়ের সাথে জনগণ ৯৬১২২১৮৬৬৩ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। এছাড়া লিয়াসন অফিসার গৌরচাঁদ সিনহার সাথে জনগণ ৮৯৭৪৬৫৫০৬১ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। ১২-রামচন্দ্রঘাট (এসটি) কেন্দ্রের জন্য জেনারেল অবজারভার হিসেবে আইএফএস আধিকারিক কৃষ্ণ গোপাল রায়কে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর সাথে লিয়াসন অফিসার হিসেবে থাকবেন রাহুল দাস। জেনারেল অবজারভার কৃষ্ণ গোপাল রায়ের সাথে জনগণ ৭০০৫৪৪৭৪০৯ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। লিয়াসন অফিসার রাহুল দাসের সাথে জনগণ ৯৭৭৪৫৪২৭৫০ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। খোয়াই মহকুমা প্রশাসন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কাছে যুদ্ধ শেষ করার বিকল্প কমে আসছে?

আমির আজিমি

কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বলে আসছে যে, ইরানের সামরিক সক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বারবার দাবি করেছেন, ধারাবাহিক হামলা ইরানের কমান্ড কাঠামোকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং তাদের জবাবি হামলার ক্ষমতাও দুর্বল হয়েছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, এই সংঘাত এখন শেষ হওয়ার দিকে এগোনো উচিত।

তবে বাস্তবে উল্টোটাই ঘটছে বলে মনে হচ্ছে। উত্তেজনা বৃদ্ধি দ্রুততর এবং আরও তীব্র হয়েছে আর কমেছে যুদ্ধ শেষ করে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট উপায়।

শনিবার জানা গেছে, ইরান তাদের দেশ থেকে প্রায় ৩,৮০০ কিলোমিটার দূরত্বে ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যৌথ ঘাঁটির দিকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। যদিও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো দ্বীপে পৌঁছতে পারেনি, তবে এই ঘটনাটিতে ইরানের সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এতদিন বিশ্বাস করা হতো যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ সীমা দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি কি তারা আগেই ঘটিয়েছিল, যা অজানা থেকে গিয়েছিল, নাকি বোমাবর্ষণের সময়ে তারা এই সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, যাই ঘটে থাক, এর তাৎপর্য একই : সামরিক চাপ ইরানের অগ্রগতি থামাতে পারেনি।

যদি সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি বা আরেক শীর্ষ নেতা আলী লারিজানি, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর বা আইআরজিসির কমাণ্ডাররা এবং সামরিক বাহিনী চিফ অফ স্টাফের মতো নেতৃত্ব যদি নিহতই হয়ে থাকেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকারী স্থাপনাগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে অভিযান কার নির্দেশনায় চলছে? কীভাবেই বা এই চাপের মধ্যে ইরান তার সক্ষমতা বজায় রাখছে? একেবারে শীর্ষ পর্যায় থেকেই অনিশ্চয়তার শুরু। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং তার পরিবারের আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সদস্য যে হামলায় নিহত হন, সেই হামলাতেই বেঁচে যাওয়া মোজতবা খামেনি এরপরে নতুন সর্বোচ্চ নেতা ঘোষিত হন। তবে এখনও পর্যন্ত তিনি জনসমক্ষে আসেননি। দুটি লিখিত বার্তা ছাড়া তার কাছে থেকে কিছুই শোনা বা দেখা যায়নি।

তার অবস্থা যেমন এখনও অস্পষ্ট, তেমনই তার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা কতটা, সেটাও পরিষ্কার নয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ওপরে নির্ভরশীল একটা কাঠামোয় এই নীরবতা ক্ষমতার একেবারে কেন্দ্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

ইসরায়েলের ডিমোনা শহরে ইরানের হামলা তবুও ইরানের কর্মকাণ্ড দেখে তো মনে হয় না তাদের কাঠামো আদৌ ভেঙে পড়েছে। শনিবার ইরান ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমির ডিমোনা শহরেও হামলা চালায়। এই শহরটি ইসরায়েলের একটি অঘোষিত পরমাণু কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত এলাকা। এরপরে ইরানের বুশেহরের কাছে বিদ্যুৎ অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েল। ওই শহরেই ইরানের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রও অবস্থিত। বার্তাটি স্পষ্ট যে, উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে, আর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলিও এখন আর সীমার বাইরে থাকবে না।

ইরানের এ সব হামলা এবং পাল্টা হামলা থেকে মনে হয় যে, কোনো বিভ্রান্তি নেই, বরং সমন্বয়েরই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ধারণা করে নিয়েছিল যে শীর্ষ নেতৃত্বকে হত্যা করা হলে পুরো ব্যবস্থাটা পঙ্গু হয়ে পড়বে। এই ধারণার ওপরে ভিত্তি করেই তারা কৌশল সাজিয়েছিল। কিন্তু এখন তা কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলেই আপাতভাবে মনে হচ্ছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোটি দ্রুত ভেঙে পড়বে কী না, তার ওপরেই নির্ভর করে 'ধাক্কা এবং বিস্ময়'-এর ধারণাটি। কিন্তু সেই কাঠামোটি যদি প্রত্যাশার থেকেও শক্তপোক্ত হয়, তখন কী হবে?

যদি তাই হয়, তবে আরও তাৎক্ষণিক একটা সমস্যা দেখা দেয়: আলোচনা করার মতো কারা জীবিত আছেন? ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান কিছুটা আড়ালেই থেকেছেন। সংঘর্ষের গোড়ার দিকে তিনি ইরানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। জানা যাচ্ছে যে তার ওই ভূমিকা নিয়ে আইআরজিসির ভেতর থেকেই ক্ষোভ জানানো হয়েছিল।

মোজতবা খামেনির ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি খুবই কম কথা বলেছেন, তাই কূটনৈতিক বিকল্পগুলি আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। জেনেভার আলোচনায় ''খুশি নন'' ট্রাম্প তেহরানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরে যে কোনো আলোচনার ওপরেই বিশ্বাস রাখা যায় না। মি. ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে আসার পরের ১৪ মাস ধরে পারমাণবিক চুক্তির জন্য দুটি পৃথক দফায় আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও দুটি ক্ষেত্রেই তারপরে সামরিক অভিযান হয়েছে।

ইরানি কর্মকর্তারা বলছেন যে ২৭শে ফেব্রুয়ারি জেনেভায় দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় যুক্তরাষ্ট্রের তোলা বেশিরভাগ উদ্বেগরই সমাধান তারা দিয়েছিলেন। ভিয়েনায় প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু মি. ট্রাম্প বলেন, যেভাবে আলোচনা চলছে, তা নিয়ে 'খুশি নন', এবং পরের দিনই হামলা শুরু হয়। ইরানে যারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী, তাদের কাছে একটা স্পষ্ট বার্তা : আলোচনা মানেই যে হামলা হবে না, তা নয়, বরং আলোচনার কারণেও হামলা হতে পারে। হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা ট্রাম্পের

তবে শুধু ইরানই সংঘাত বাড়িয়ে তুলতে পারে, তা নয়, মি. ট্রাম্পও শনিবার রাতে ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বের ব্যস্ততম তেল রুট গুলির অন্যতম - হরমুজ প্রণালী আবারও খুলে দেওয়ার দাবি তুলে ইরানকে ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ওই সময়সীমা না মানা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি 'ধ্বংস' করে দেবে।

ইরান সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা হুমকি দেয় যে তাদের বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ওপরে হামলা হলে পুরো অঞ্চল জুড়ে হামলা চালানো হবে। ইরানের সুপ্রিম কাউন্সিল অফ ডিফেন্সও পারস্য উপসাগরের কিছু অংশে মাইন পেতে রাখার সম্ভাবনার কথাও বলে রেখেছে।

এই হুমকি-পাল্টা হুমকির ফলে আগামী দিনে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। মি. ট্রাম্প এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যার ফলে খুব বেশি বিকল্প খোলা থাকছে না। যেহেতু স্থলভাগে যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের কোনো সেনাবাহিনী নেই, তাই তারা শুধুই আকাশপথে হামলা করতে পারে, যার ফলে ক্ষয়ক্ষতিই হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করানোর উদ্দেশ্য যে সফল হবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। একই সঙ্গে ওইধরনের হামলার ফলে হরমুজ প্রণালী না খুলে দিয়ে আরও বড়ো পাল্টা হামলা হতে পারে। হুমকি --- পাল্টা হুমকির ফলে দুই পক্ষকেই সংঘাতের আরও বড়ো ঝুঁকিপূর্ণ একটা পর্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবুও সময়সীমা শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ট্রাম্প সরে দাঁড়ান। ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে "খুব ভালো ও ফলপ্রসূ আলোচনা" হয়েছে এবং ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর যে কোনো পরিকল্পিত হামলা পাঁচ দিনের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন নিজের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই মি. ট্রাম্প কিছুটা পিছিয়ে আসেন। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, ইরানের সঙ্গে 'খুব ভালো এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে' এবং ইরানের কোনো বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ওপরে হামলার পরিকল্পনা পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ রাখছেন তিনি।

এখানে সময়টা তাৎপর্যপূর্ণ। নিজের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগেই তার এই সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা গেল।

বাজারগুলি অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে। তেলের দাম কমেছে, তাতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেছে, কিন্তু সেখানে বুঝে পা ফেলা হয়েছে। তবে মি. ট্রাম্পের ঘোষণাটি বাস্তবে কতটা পালন করা হয়, সেটা এখনও দেখার, এবং ওই প্রতিশ্রুতি কতদিন পালন করা হয়, সেটাও স্পষ্ট নয়। ওই ঘোষণা কি সত্যিই আলোচনার পথ প্রশস্ত করবে?

আরও মৌলিক যে প্রশ্নটি রয়ে গেছে, তা হলো ইরানে কে আসলে কথা বলছেন এবং আইআরজিসি ও সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব কার হাতে রয়েছে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে তারা "ইচ্ছামতো গুলি" চালানোর মনোভাব নিয়ে চলছে। যদি পরিস্থিতি একই রকম থাকে এবং হরমুজ প্রণালী নিয়ে বিবাদ জারি থাকে, দুই পক্ষই তাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখা হুমকি কার্যকর করতে পারে। তবে এর পরিণতি হতে পারে মারাত্মক। গোটা অঞ্চল জুড়ে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের, যার মধ্যে শুধু ইরানেরই প্রায় নয় কোটি মানুষ আছেন, তাদের বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবা গুরুতরভাবে ব্যাহত হতে পারে। দুই পক্ষের কাছেই বিকল্প সীমিত হয়ে আসছে?

আলোচনার মাধ্যম সীমিত হয়ে আসায় মি. ট্রাম্পের কাছেও বিকল্প কমে আসছে। এর পরে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেলে কৌশলগত লাভ খুব কমই হবে, বরং হামলা-পাল্টা হামলার ফলে ধ্বংসলীলা চলতে থাকবে দুই পক্ষেরই। তখন সামনে মাত্র কঠোরতম বিকল্পগুলিই খোলা থাকবে। ইরানের জন্যও পরিস্থিতি কঠিন। দেশটিতে আগে থেকেই অর্থনৈতিক চাপে ছিল, তা নিয়ে ব্যাপক অস্থিরতাও চলছিল, তার মধ্যেই তারা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের ফলে সেই অভ্যন্তরীণ চাপটা আপাতত কমেছে, এবং কর্তৃপক্ষকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

এটি আবার একটি কঠিন ভারসাম্য তৈরি করেছে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে ইরানের পক্ষে বহিরাগত হুমকির মোকাবিল করা যেমন সহজ হবে, তেমনই অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাও তারা সামলাতে পারবে। তবে একই সঙ্গে সেখানে ব্যয়বহুল ভুল করার ঝুঁকিও আছে।

উভয় পক্ষের কাছেই এখন বিকল্প সীমিত। ইরান সহজে পিছিয়ে আসতে পারবে না, সেক্ষেত্রে প্রমাণ হয়ে যাবে যে তারা দুর্বল। আবার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলও শুধুমাত্র আকাশপথে হামলা চালিয়ে কোনো নির্ণায়ক ফলাফল অর্জন করতে পারবে না।

বন্ধুত্বই হোক বার্ধক্যের প্রান্তিক ঠিকানা

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

স্মৃতির স্মরণ বেলায় মানবাত্মার সঙ্গে ফেলে আসা জীবন এবং আগামী অজানা জীবনের মেলবন্ধন ঘটায় বার্ধক্য। বেড়ে ওঠার বাল্যকাল, কৈশোরের অনাবিল মানসচর্যা আমাদের উপনীত করে যৌবনের লীলাভূমিতে। যৌবনের উপবনে মানুষ শুধুই সংগ্রহের নেশায় মাতে। তার আমিত্ব তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। পড়ন্ত যৌবনে এসে মানুষ উপলব্ধি করে দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে রেখে যাওয়া জীবনকে। তখন ধীরে ধীরে আসে বার্ধক্যের উপলব্ধি। আসে ফিরে দেখার আত্মানুসন্ধান। তখন গড়ে ওঠে প্রকৃত বন্ধুর অনুভব। পঞ্চরিপুর প্রভাব কাটিয়ে প্রকৃত এক মানবতায় উপনীত করে বার্ধক্য। বার্ধক্য জীবনের অনুভববেদ্য এক সময়। জীবনের প্রান্তিক সময়ের অর্থ হল বার্ধক্যের দ্বার প্রান্ত। বার্ধক্যের জীবন তো থেমে থাকে না। এই সময় স্মৃতি খুঁজে খুঁজে কতসব নস্টালজিয়ার ছায়ামোড়া পথে পথ হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুর সাথে স্মৃতি ভাগাভাগি করে নেওয়া। যৌবনের বন্ধুরা মিলে সেইসব ব্যস্ততা এখন স্থির চিত্রের মতো। তবুও সুখের স্মৃতি প্রান্ত বয়সে রোদ্দুরের মতো উষ্ণতা দেয়। মনে পড়ে হারানো বিকেল। এখন তা এ্যালবামের ফ্রেমের কিংবা মনের কোনো এক কোণে ধূলোমাখা ছবির মতো। তখন বিকেল গড়াতো বড় ধীর লয়ে। আর সন্ধ্যার আড্ডা জমতো হাজার গল্পের ঝুলি নিয়ে।

আজ যাঁরা জীবনের প্রান্ত সীমায় তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন পারিবারিক বন্ধুর জগৎ, যার নাম যৌথ পরিবার। এইসব পরিবারের মানুষ বাল্য যৌবন প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যের পর্যায়ে উপনীত হয়েও একাকিত্ব অনুভব করতেন না। শুধু নিজের পরিবার নয়, কাছে পিঠে অনেক মানুষের অন্তরঙ্গ হাত বার্ধক্যের পরিণত মনকে তখন স্পর্শ করে যেত। একান্নবর্তীর দীর্ঘ দালান বারান্দা পরিবারের বন্ধুত্বকে ঋদ্ধ করে রাখতো। সেই সব সম্পর্ক যেন আজও হৃদয় মনকে জড়িয়ে রাখে। পবিত্র বন্ধনের সেই সময় বিকেলের রোদের মতো যেন কোথায় সরে গেছে। এখন সমাজ অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাপন পাল্টেছে। এখন মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে। কেরিয়ারের পিছনে ছুটছে অবিরাম। ছোট সংসারে নিজের সন্তান, নিজের আয়, স্বাচ্ছন্দ্য, এতেই মানুষ বুঁদ। যৌথ পরিবারের সামঞ্জস্যবোধ ছোট পরিবারগুলোতে তৈরি হয়নি। আগের বৃহৎ পরিবারের বয়স্ক মানুষেরা এই স্মার্ট পবিরারগুলির মধ্যে নিজেদের স্বাভাবিক জগতকে আর খুঁজে পান না। মনের মধ্যে এক নিরূপ পৃথিবী শুধু গুমরে মরে। অস্তিত্বের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ তখন মুক্তি পেতে চায় বন্ধুত্বের আকাশে। এই বয়স মানসিকভাবে সহযোগিতার বয়স, অবলম্বনের বয়স। কর্মজীবনের শেষে, সন্তানদের কর্মব্যস্ততার জীবনে প্রবীণদের নিঃশর্তভাবে মনের শান্তি যোগায় বন্ধুত্ব। তখন আলাপ পরিচিতির ভুবন ছোট হয়ে আসে, কথা বলার মানুষ কমে যায়, দিনের অভিজ্ঞতা জানাবার বিশেষ কাউকে পাওয়া যায় না। একটানা নীরবতার মধ্যে একটা ফোনকল, পার্কের বেঞ্চে সমবয়সীদের সঙ্গে আড্ডা, একসঙ্গে হাঁটতে বের হওয়া, কথা বলতে বলতে মনের একটু কষ্ট একটু আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যেন অক্সিজেনের মতো কাজ করে। বন্ধু মানে তখন

নিজের মতো কথা বলার স্বাধীনতা। অনেক সময় দায়িত্ব আর প্রত্যশায় বাঁধা থাকে পরিবারের সম্পর্ক। মনের মধ্যে চেপে রাখা কত অভিমান, ছোট খাটো বিক্ষোভ তখন আর থাকে না। নিজের আশঙ্কা হতাশা মৃত্যুচিন্তা ব্যর্থতার অনুভূতি সন্তানের সামনে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ হয়। বন্ধুকে তো নিঃসঙ্কোচে সব কিছু বলা যায়। কথা বলতে বলতে এখানে হাসি যেমন উচ্চকিত হয়ে ওঠে, চোখের জলের কান্নাও বেরিয়ে আসে নিরাপদে। প্রবীণের বন্ধুত্ব মানে তাঁরা একই সময়ের মানুষ, একই সমাজের একই ধরনের দ্বন্দ্বের মানুষ। মনের মিলগুলোই যেন তাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। নিজেদের মধ্যে পুরনো দিনের গল্প শুধু স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দেয় না, নিজের অস্তিত্বকেও নতুন করে মেলে ধরে। ফেলে আসা জীবনের কত কৃতিত্ব মনে করে আজও জেগে ওঠে তৃপ্তি। সগর্বে তাঁরা শোনান, আমি একদিন এমন করেছি, এমন ছিলাম। নিজের ভাললাগা এই সব অনুভূতি জাগিয়ে তোলে আত্মসম্মান। বার্ধক্যে যা সবচেয়ে জরুরি।

প্রবীণের আড্ডায় উঠে আসে হারানো দিনের অনেক ছবি। জীবন খাতার পুরনো পাতা খুলে গিয়ে চোখে পড়ে কত হিসেব নিকেশ। সান্ধ্য ভ্রমণ শেষে চায়ের দোকানে গরম চুমুকের সঙ্গে উপচে পড়ে অভিজ্ঞতার ডালি। এক কালের রাজনীতির নীতিবোধ নিয়ে কেউ গুণগান গায়। অনেকের চোখে ভাসে ৭০-এর দশকের উত্তাল গণআন্দোলনের স্মৃতি। সেকালের বিনোদনের রুচিই ছিল আলাদা। অখিলবন্ধু থেকে হেমন্ত-সতীনাথের গানে এখনও তাঁরা আকণ্ঠ ডুবে থাকেন। কে থাকতো না সিনেমা আইকনে। রাজ কাপুর, দিলীপকুমার, উত্তমকুমার থেকে মার্লন ব্র্যান্ডো। আজকের দুর্নীতি, বাজারদর, বায়ুদূষণ থ্রেটকালাচার, ধর্মান্ধতা, অভয়াকান্ড সবই তাঁদের মনে আঁচড় কাটে। বার্ধক্য ফেলে আসা জীবন এবং বর্তমান জীবনকে বিচার করতে পারে। পার্কের বেঞ্চ চায়ের আড্ডার আসর থেকে বয়সের ভারে অনেক হারিয়ে যান। তাঁরা কোনোদিন ফিরে আসবেন না। তবু তাঁদের স্মৃতি ফাঁকা জায়গাটাকে ভরাট করে রাখে। এই বয়সে যাঁরা বন্ধু হন, হয়তো তাঁদের মধ্যে কোনোদিন সম্পর্কের সেতুবন্ধন ছিল না। কিন্তু এই বন্ধুত্বের আলাপন সেতুহীন সম্পর্ককেই নিবিড় করে বেঁধে রাখে। যেখানে বারবার ভেসে ওঠে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের মুখ। আসলে জীবন প্রান্তের বন্ধুত্ব অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটা ভেঙে দেয়। এই সখ্য আমাদের অন্তরে বাইরে তাই আর একজন মানুষের উপস্থিতি জানায়, সেখানে গল্প আছে, মতামত আছে, রসিকতা আছে। জীবনের দরজা যখন একে-একে বন্ধ হয়ে যায়, তখন বন্ধুত্ব একটাই খোলা জানালা, যেখান থেকে বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা আসে। তাই এই সম্পর্ক ভাঙা শরীরে মনকে ভাঙতে দেয় না। এ যেন জীবনের শেষ প্রদীপ, যে প্রদীপ জ্বলতে থাকলে মনের অন্ধকার দূরে সরে যায়। জীবনের এই চতুর্থ পর্যায়ে মানুষ বন্ধুত্বের নতুন সংজ্ঞা খোঁজে। সেখানে কোন কিছু পাওয়া, কোনও কিছু অর্জনের উন্মাদনা নেই, আছে শুধু স্মৃতিমেদুর ভাবনাগুলো। আর আছে যার যা জীবনের সঞ্চয়, সেই অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে আত্মতৃপ্তি আর পারস্পরিক মনের আদান প্রদান। এই মানবিক উষ্ণতা নিয়েই বার্ধক্যের বন্ধুত্ব, যা আশা-আনন্দে ভরে থাকা জীবনের এক প্রান্তিক ঠিকানা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত সপ্তম রাবার্ন কনক্লেভ।

বিধানসভা ভোটের আগে হাওড়ায় জোরদার এসভিইইপি প্রচার, ভোটার সচেতনতায় বিশেষ উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি/হাওড়া, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটারদের সচেতন করতে জোরদার প্রচার শুরু করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার হাওড়া জেলায় ‘চুনাও কা পর্ব, পশ্চিমবঙ্গ কা গর্ব’ থিমে একটি বৃহৎ এসভিইইপি (পদ্ধতিগত ভোটার শিক্ষা এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণ) কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আসাম, কেরালা, পুদুচেরি এবং তামিলনাড়ু-সহ ভোটমুখী রাজ্যগুলিতেও ভোটার অংশগ্রহণ বাড়ানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

দিনের মূল আকর্ষণ ছিল হাওড়ায় আয়োজিত বিশাল এসভিইইপি আউটরিচ অনুষ্ঠান। সকালে হাওড়া সেতু চেক পোস্ট থেকে একটি সাইক্লোথন শুরু হয়, যা রেল মিউজিয়াম হয়ে রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটে গিয়ে শেষ হয়।

এই সাইক্লোথনে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, প্রথমবারের ভোটার, যুবসমাজ এবং নির্বাচন কমিশন ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন। তরুণ ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

র‍্যালির পর লোকসংগীত, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে ভোটার সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি একটি ভোটার সচেতনতা নৌ-পরিষেবাও চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জনপ্রিয় অ্যানিমেটেড চরিত্র ছোটা ভীম এবং ছুটকি-এর উপস্থিতি, যা বিশেষ করে শিশু ও নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটারদের ভোটদানের গুরুত্ব, ভোটকেন্দ্র খোঁজার পদ্ধতি এবং ভোটের দিনের নিয়মাবলি সম্পর্কে সচেতন করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে শহুরে ভোটার, মহিলা, প্রতিবন্ধী এবং তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর।

এই প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিল্প যেমন কালিঘাট পটচিত্র, পটচিত্র, ছৌ নাচ, যাত্রা এবং বাউল সংগীত ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে বার্তা আরও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছায়।

এছাড়াও ভোটার-বান্ধব নানা উদ্যোগ যেমন ভোটকেন্দ্রের বাইরে মোবাইল জমা রাখার ব্যবস্থা, ইসিআইনেট অ্যাপ, সব বুথে ওয়েবকাস্টিং এবং উন্নত ভোটার তথ্যপত্র তুলে ধরা হচ্ছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাবগুলিকে সক্রিয় করা হচ্ছে প্রথমবারের ভোটারদের যুক্ত করতে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও জোরালো প্রচার চালানো হচ্ছে।নির্বাচন কমিশনের মতে, এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে ভীতিমুক্ত, প্রলোভনমুক্ত এবং সচেতন ভোটদান নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে উৎসবের রূপ দেওয়াই লক্ষ্য।

রাজস্থানে পাক-যোগে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে যুবক গ্রেফতার একাধিক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ছবি পাঠানোর অভিযোগ

জয়পুর, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল রাজস্থান পুলিশ। পাকিস্তান-যোগে সক্রিয় একটি সন্দেহভাজন গুপ্তচর চক্র ভেঙে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক রাজ্যে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ভিডিও ও ছবি সংগ্রহ করে পাকিস্তানে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত আকাশদীপ (২০) শ্রীগঙ্গানগর জেলার বাসিন্দা। সে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি শাহজাদ ভাট্টি-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখত বলে অভিযোগ।

জেলা পুলিশ সুপার হরি শঙ্কর জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় গোয়েন্দা তথ্যের ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাকিস্তানের (৯২) নম্বরগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত।

জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে, সে ভাট্টির নির্দেশে পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং হরিয়ানার আম্বালা সহ বিভিন্ন জায়গায় রেকি চালাত। ভিড়পূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ভিডিও তুলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠাত এবং প্রবেশপথ সম্পর্কেও তথ্য দিত বলে অভিযোগ।

পুলিশ অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে। সেখান থেকে পাকিস্তান-ভিত্তিক একাধিক সন্দেহভাজন যোগাযোগের তথ্য মিলেছে। তদন্তে একটি এআই-সম্পাদিত ছবিও পাওয়া গেছে, যেখানে অভিযুক্ত নিজেকে ওই জঙ্গির সঙ্গে দেখিয়ে স্থানীয়দের ভয় দেখাত বলে অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের এই কাজ দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করেছিল। ইতিমধ্যেই প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে এবং বৃহত্তর চক্রের খোঁজে তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ মার্চ হরিয়ানার আম্বালায় একই জঙ্গি চক্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করে বড়সড় হামলার ছক ভেস্তে দেওয়া হয়। ২৪ মার্চ হনুমানগড় থেকেও আরেক সহযোগীকে ধরা হয়। পুলিশের অনুমান, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতে একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে এই জঙ্গি গোষ্ঠী এবং তদন্ত এগোলে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে।

নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ, রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ঘোষণা

কাঠমান্ডু, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেলেন বালেন্দ্র শাহ। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই ঘোষণা করেন বলে রাষ্ট্রপতির দফতর জানিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পার্টি (আরএসপি)-র সংসদীয় দলনেতা শাহ, যিনি ‘বালেন’ নামেও পরিচিত, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলের বিপুল জয়ের পর এই পদে আসীন হলেন। ২৭৫টি আসনের মধ্যে ১৮২টি জিতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তার দল।

শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩৪ মিনিটে রাষ্ট্রপতির দফতরে তিনি শপথ গ্রহণ করবেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার একসঙ্গে পালিত হবে। সাতজন শঙ্খবাদক শঙ্খধ্বনি করবেন এবং ১০৮ জন বৈদিক পুরোহিত ‘স্বস্তি শান্তি’ মন্ত্রোচ্চারণ করবেন। পাশাপাশি ১৬ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুও ‘অষ্টমঙ্গল’ পাঠ করবেন।

৩৫ বছর বয়সী শাহ নেপালের অন্যতম কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রতিনিধির জয় দেশের রাজনীতিতে প্রজন্মগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

যুবসমাজের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় শাহ ২০২২ সালে কাঠমান্ডুর মেয়র হিসেবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। পরে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ২০২৪ সালের শেষদিকে দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচনে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি-কে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন। ঝাপা-৫ আসনে শাহ ৬৮,৩৪৮ ভোট পান, যেখানে ওলির প্রাপ্ত ভোট ১৮,৭৩৪। ১৯৯১ সালের পর এটি নেপালের সংসদ নির্বাচনে কোনও প্রার্থীর সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির রেকর্ড।

১৯৯০ সালের ২৭ এপ্রিল কাঠমান্ডুতে জন্মগ্রহণকারী শাহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে ভারতের বিশ্বেশ্বরায় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পটভূমির কারণে অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন ও জনপরিষেবা সম্পর্কে তার বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, যা কাঠমান্ডুর মেয়র থাকাকালীন তার প্রশাসনিক কাজে প্রতিফলিত হয়েছে।

রাম নবমীতে সূর্য্য তিলক দর্শন, দেশের কল্যাণে প্রার্থনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার রাম নবমী উপলক্ষে অযোধ্যার রাম মন্দির-এ অনুষ্ঠিত পবিত্র ‘সূর্য্য তিলক’ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন। তিনি স্ক্রিনে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন এবং দেশের কল্যাণের জন্য ভগবান রামের কাছে প্রার্থনা করেন।

রাম নবমী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম প্রধান উৎসব, যা ভগবান বিষুওর সপ্তম অবতার ভগবান রাম-এর জন্মতিথি হিসেবে পালিত হয়। চৈত্র নবরাত্রির নয় দিনের মধ্যে এই উৎসব পড়ে এবং সত্য, সহমর্মিতা ও ন্যায়পরায়ণতার মূল্যবোধকে স্মরণ করার সময় হিসেবে বিবেচিত হয়।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ভগবান রামের আশীর্বাদে ভারত ‘বিকশিত’ ও ‘আত্মনির্ভর’ দেশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, ‘‘দেশবাসীকে রাম নবমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। মর্‍্যাদা পুরুষোত্তমের জীবন থেকে আমরা ত্যাগ, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পাই, যা আমাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ভগবান রামের আদর্শ শুধু ভারতবাসীকেই নয়, সমগ্র মানবজাতিকে চিরকাল পথ দেখাবে। তাঁর কৃপায় সকলের মঙ্গল হোক এবং বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণ হোক।’’

‘সূর্য্য তিলক’ অনুষ্ঠানে সূর্য্যের রশ্মিকে বিশেষ পদ্ধতিতে মন্দিরের বিগ্রহের কপালে ফেলা হয়, যা গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে। অযোধ্যার রাম মন্দিরে এই দৃশ্য দেখতে প্রতি বছরই ভক্তদের ব্যাপক সমাগম ঘটে।২০২৪ সালে মন্দির উদ্বোধনের পর প্রথম রাম নবমীতে এই সূর্য্য তিলক অনুষ্ঠান ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। প্রায় তিন মিনিট ধরে চলা এই বিরল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

ভগবান রাম ন্যায়, সত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রতীক হিসেবে সমগ্র দেশে পূজিত হন। তাঁর আদর্শ আজও কোটি কোটি মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে রাম নবমীর মতো পবিত্র উপলক্ষে।

জ্বালানি শুল্ক কমানো বিশ্ববাজারের অস্থিরতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা: নির্মলা সীতারামন, পীযূষ গয়াল

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার চলমান সঙ্কটের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক লিটারপিছু ১০ টাকা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপকে সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক লিটারপিছু ১০ টাকা করে কমানো হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে ভোক্তারা সুরক্ষা পাবেন।’’

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, সরবরাহ অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে ডিজেল ও এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল-এর ওপর রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে এটিএফ-এর ওপর লিটারপিছু ৫০ টাকা বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক বসানো হয়েছে।

একই সুরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল এই পদক্ষেপকে ‘দূরদর্শী সিদ্ধান্ত’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের খরচ কমবে, অন্যদিকে রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে দেশের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে।

গয়াল বলেন, ‘‘পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি করলেও, কেন্দ্র সরকার আবগারি শুল্ক কমিয়ে সরাসরি মানুষের কাছে স্বস্তি পৌঁছে দিয়েছে। পাশাপাশি ডিজেল ও এটিএফ-এর ওপর কৌশলগত রপ্তানি শুল্ক আরোপ করে দেশের অর্থনীতির গতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’’

মন্ত্রীদের মতে, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও দেশীয় অর্থনীতিকে বহিরাগত ধাক্কা থেকে রক্ষা করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম শুক্রবার প্রায় ১০০ ডলারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। ইরানকে ঘিরে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত বৃদ্ধি এবং হরমুজ প্রণালীতে সরবরাহ বিঘ্নের আশঙ্কায় এই সপ্তাহে দাম ৫ শতাংশের বেশি কমেছে বলেও জানা গেছে।

ডব্লিউটিও সংস্কার হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সদস্যভিত্তিক: পীযূষ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল বলেছেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর সংস্কার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সদস্যদেশগুলির মতামতের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, যেখানে উন্নয়ন হবে মূল কেন্দ্রবিন্দু। ক্যামেরুনের ইয়াউন্ডেতে অনুষ্ঠিত ১৪তম মন্ত্রিসভা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন বলে শুক্রবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

গয়াল আরও বলেন, ডব্লিউটিওর মৌলিক নীতিবৈষম্যহীনতা, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমতাঅক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। সম্মেলনের ফাঁকে তিনি ক্যামেরুনের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ ডিওন এনগুট-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ভারত-ক্যামেরুন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা সহ বিভিন্ন বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও, গয়াল ডব্লিউটিওর মহাপরিচালক ঙ্গোজি ওকোনজো-ইওয়েলা-এর সঙ্গে এমসি১৪-এর কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক করেন। পৃথকভাবে তিনি নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও ইথিওপিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন।

অন্যদিকে, বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল চিলি, প্যারাগুয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, ফিলিপিন্স, সৌদি আরব, মেক্সিকো, পেরু, রাশিয়া ও নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গেও আলোচনা হয়।

২৬ মার্চ ইয়াউন্ডেতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া ডব্লিউটিওর এই মন্ত্রিসভা সম্মেলন ২৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সদস্য দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বৈঠকে মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর হওয়ার বিষয়টিও চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পাবলিক স্টকহোল্ডিং-এর স্থায়ী সমাধান, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য বিশেষ ও পৃথক সুবিধা, এবং পূর্ণাঙ্গ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেয় ভারত।

টেকসই পানীয় জলের লক্ষ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মেঘালয়: সাঙ্গমা

শিলং, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): কনরাড কে. সাংমা শুক্রবার রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে নিরাপদ ও টেকসই পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন। এদিন জল জীবন মিশন-এর অধীনে কেন্দ্রের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় জল জীবন মিশন (এনজেজেএম), যা জল শক্তি মন্ত্রণালয়-র অধীন, এবং মেঘালয় সরকারের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উপস্থিত ছিলেন সাঙ্গমা ও কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল।

সাঙ্গমা জানান, জল ব্যবস্থাপনায় মেঘালয় একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, যেখানে টেকসই উন্নয়ন এবং জল উৎস পুনরুজ্জীবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, “আমরা প্রতিটি পরিবারে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি জল উৎসের সমস্যা সমাধানে সমন্বিতভাবে কাজ করছি, যাতে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।”

বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় জল উৎসের স্থায়িত্ব একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সমস্যা সমাধানে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

চুক্তি অনুযায়ী, জল সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। কেন্দ্র চুক্তি স্বাক্ষরের পর অর্থ বরাদ্দ করবে, আর রাজ্য সরকার প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিষেবা প্রদানের মূল দায়িত্ব নেবে।

মন্ত্রী পাটিল বলেন, দেশের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পানীয় জল পৌঁছানো ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানান, অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করলে এই উদ্যোগের কার্যকারিতা বাড়বে।

এই অনুষ্ঠানে মেঘালয়ের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দফতরের সচিব প্রভিন বকশি-সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষই রাজ্যে জল নিরাপত্তা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

জ্বালানির দাম বাড়ালে তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি কর্ণাটক বিজেপির

বেঙ্গালুরু, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হলে তীব্র আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিল কর্ণাটক বিজেপি। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা আর. অশোকা এই সতর্কবার্তা দেন।

তিনি বলেন, শ্রী রামনবমীর উপলক্ষে জ্বালানির দাম কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, অতীতে ঘিয়ের উপর জিএসটি কমানো হলেও কংগ্রেস সরকার দাম বাড়িয়েছিল।

অশোক বলেন, “এখন যদি জ্বালানির দাম বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমরা জোরালো প্রতিবাদ গড়ে তুলব। ভাল কোনও পদক্ষেপ নিলেই কংগ্রেস নেতারা তার সমালোচনা করেন।”

আইপিএল ম্যাচ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেঙ্গালুরুতে ম্যাচ চলাকালীন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। অতীতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর-এর খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিধান সৌধায় এক অনুষ্ঠানের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিধায়কদের টিকিট দেওয়া হলে তা কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। “আমি নিজে আইপিএল ম্যাচ দেখতে যাব না। ভিআইপি টিকিট অন্যদের দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা দরকার এবং অনলাইনে টিকিট দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি,” বলেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া-এর বিরুদ্ধে বিপুল ঋণ নেওয়ার অভিযোগ তোলেন অশোক। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে প্রায় ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং আগামী দিনে আরও কর বাড়ানো হতে পারে।

এছাড়া বেঙ্গালুরুর ‘স্কাই ডেক’ প্রকল্প নিয়েও সমালোচনা করে তিনি বলেন, পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও বড় বড় দাবি করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও তোলেন তিনি।

মেট্রো প্রকল্প নিয়েও তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ৫০:৫০ অনুপাতে অর্থায়ন হওয়ার কথা, কিন্তু এ বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হচ্ছে।সব মিলিয়ে, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে, এবং এ ইস্যুতে শাসক-বিরোধী সংঘাত তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে কম্পিউটার শিক্ষক সংঘের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

• কাজের সন্ধান •

কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে ১৬০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কোলফিল্ডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক , আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে সাউথ ইস্টার্ণ কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সাউথ ইস্টার্ণ কোলফিল্ডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১,৬০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় কোলফিল্ডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৩-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। একটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এসইসিএল/ বিএসপি/ এইচআরডি/ এনএটিএস/ এপ্রেন্টিস/ ২৬-২৭/ ১৩৯৩, তারিখ ১৮ মার্চ, ২০২৬। শূন্যপদের সংখ্যা ১,৬০০টি। এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২০০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড টেলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন এডমিনিস্ট্রেশনে (বিবিএ) ২৫টি, গ্র্যাজুয়েট ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশনে (বিসিএ) ১০০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন কমার্সে (বিকম) ৫০টি, গ্র্যাজুয়েট ইন সায়েন্স (বিএসসি কেমিস্ট্রি) ৩৫টি, টেকনেশিয়ান ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৯০০টি, টেকনেশিয়ান ইন মাইনি সার্ভেয়িংয়ে ৪০টি, টেকনেশিয়ান ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪০টি, টেকনেশিয়ান ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫০টি, টেকনেশিয়ান ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫০টি, টেকনেশিয়ান ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২০টি। প্রতিক্ষেত্রে ক্যাটেগরি ভিত্তিক, এরিয়া ভিত্তিক বিভাজন রয়েছে। উল্লেখ রয়েছে নির্দিষ্ট ট্রেড অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা, এরিয়া ভিত্তিক ঠিকানা সহ প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত বিষয়। তবে সমস্ত কিছু জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দেখে নিতে হবে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে নির্দিষ্ট ক্যাটেগরি অনুযায়ী। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৬ এপ্রিলের মধ্যে। তবে ৩১ মার্চের মধ্যে আবেদনের চেষ্টা করুন। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু ইন্ডিয়ান নেভিতে প্রচুর চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান নেভিতে অগ্নিবীর, এসএসআর, এমআর এন্ড এসএসআরপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৭-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশদের থেকে প্রচুর সংখ্যক তরুন-তরুনীকে অগ্নিবীর (এসএসআর, এমআর) পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা বিস্তারিত পরবর্তী সময়ে তা জানানো হবে।

ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ০১-০৫-২০২৬-এর হিসেবে ১৭ - ২১ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০৫-২০০৫ থেকে ৩১-১০-২০০৯ এর মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। এঁদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অগ্নিবীর এসএসআর-০২/২০২৭ ব্যাচে। ট্রেনিং শুরু হবে চলতি ২০২৭ সালের মে মাস থেকে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ১ ঘন্টার কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের জন্য ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি ওঠ-বস এবং ১২টি পুস আপ। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৮ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ১৫টি ওঠ-বস এবং ১০টি বেন্ট নী সিট আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায় হতে পারে। তবে দরখাস্তের সময়ে আরও বিস্তারিত জেনে নেবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে জুলাই অথবা আগস্টে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৬ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে নির্ধারিত ফি পেমেন্ট করবেন বিজ্ঞপ্তিতে বলা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো, ক্রমিক নং (এ) অগ্নিবীর (এসএসআর) ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (বি) অগ্নিবীর (এমআর) ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। প্রথম বিভাগের নম্বর থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০৫-২০০৫ থেকে ৩১-১০-২০০৯ এর মধ্যে। প্রতি ক্ষেত্রেই শারীরিক মাপঝোকের হিসেবে দেহের উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। এছাড়া, বয়স ও উচ্চতার পাশাপশি মানানসই ওজন যেমন চাই, তেমনি ত্রুটিহীন দৃষ্টিশক্তিও থাকা চাই। প্রথমে ১৫ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং হবে চিল্কায়। ট্রেনিংয়ের সময় কেন্দ্রীয় হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হলেও সফল ট্রেনিং শেষে নিয়োগের পর মূল মাইনে ডিফেন্স পে মেট্রিক্সের নির্দিষ্ট লেভেল অনুযায়ী সেবা নিধি কত হবে তা বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও
তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হোম গার্ড ভলান্টিয়ার (বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৭০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ,
শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, র‍্যালীর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে
তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের
ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিএসএনএল)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা
দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৩৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা ২ আগস্ট, আগরতলা সহ সারা দেশে,
তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **বিজন্যাস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও
তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (ভারতীয় সেনাবাহিনী)**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও
কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও
তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইপিএফও)**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
দপ্তরে কর্মরত হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও
তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (এনবিসিসি)**
শূন্যপদ ঃ ৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২৮-৫৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও
দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড)**
শূন্যপদ ঃ ১৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র
ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (ভারতীয় নৌবাহিনী)**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ
ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, মাইনিং শিরদার (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ
ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

আর্মিতে ওপেন র‍্যালী আগরতলায় অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সব ক'টি জেলার প্রার্থীদের জন্য ইন্ডিয়ান আর্মিতে নিয়োগ র‍্যালী শুরু হতে যাচ্ছে। এর জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। উপযুক্ত প্রার্থীরা ইতোমধ্যে অনলাইনে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে নিচ্ছেন। আর্মিতে নিয়োগ র‍্যালীর পদ্ধতিতে এখন অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে ওপেন র‍্যালীতে অংশ নিতে হলে অবশ্যই আগে থেকে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর অনলাইনে দরখাস্তও পাঠাতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ১ এপ্রিল। এর পর অনলাইনে আবেদন করা যাবে না। যথাসময়ে অর্থাৎ ১ জুনের ঠিক ৫-৭ দিন আগে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এডমিট কার্ডও বের করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। র‍্যালীতে যাওয়ার সময় সমস্ত মূল প্রমানপত্রের (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সাথে এডমিট কার্ডও নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউটের কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

ভারতীয় সেনা বাহিনীতে (পুরুষ) সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার ক্লার্ক/ স্টোর কিপার টেকনিক্যাল, সোলজার ট্রেডসম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য এক নিয়োগ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে। এই নিয়োগ র‍্যালীর স্থান এবং তারিখ নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। পদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, শারীরিক গঠন কেমন প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা (১) ঃ পদের নাম - **সোলজার জেনারেল ডিউটি (অল্‌ আর্মস)** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২১ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৫ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

ক্রমিক সংখ্যা (২) ঃ পদের নাম - **সোলজার টেকনিক্যাল** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবং মোট হিসেবে গড়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে, ফিজিক্স - কেমিস্ট্রি - ম্যাথ - ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৫৭ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। ক্রমিক সংখ্যা (৩) ঃ পদের নাম - **সোলজার ক্লার্ক/ স্টোর কিপার টেকনিক্যাল/ অল্‌ আর্মস** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - গড়ে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যে-কোনও বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ এবং প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা আবশ্যক। এছাড়া, দশম ও দ্বাদশ পরীক্ষায় ইংরিজি এবং অঙ্ক/ অ্যাকাউন্টেন্সি/ বুক কিপিং বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করা হলে র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। ক্রমিক সংখ্যা (৪) ঃ পদের নাম - **সোলজার ট্রেডস ম্যান** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। ক্রমিক সংখ্যা (৫) ঃ পদের নাম - **সোলজার ট্রেডস ম্যান** ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৬ হিসেবে সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২২ বছর। অর্থাৎ জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০০৩ থেকে ১ জুলাই ২০০৯-এর মধ্যে হতে হবে। শারীরিক মাপ ঃ উচ্চতা - ১৬০ সেমি, ওজন - ৪৮ কেজি, বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, সাথে ন্যূনতম ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

সফল প্রার্থীদের ধাপে ধাপে অ্যাপটিটিউড টেস্ট এবং মেডিক্যাল টেস্ট নেওয়া হবে। মেডিক্যাল সহ অন্যান্য টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট দিন স্থির রাখা হবে। প্রার্থীদের উক্ত র‍্যালীতে অংশ গ্রহণের আগে নিজ আগ্রহে নিজস্ব মেডিক্যাল চেকআপ, যেমন বিশেষ করে চওড়া পা, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, শারীরিক মাপ, বিকলাঙ্গতা, অসঙ্গতি ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে আসবেন। র‍্যালীতে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হিসেবে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে — দূরপাল্লার দৌড়, পুল আপ, আঁকাবাঁকা ভারসাম্যতা, লং জাম্প। পরে নেওয়া হবে মেডিক্যাল পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা। দূর পাল্লার দৌড়ে নতুন নিয়ম করা হয়েছে — ৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ১.৬ কিমি. দৌড় শেষ করতে পারলে ৬০ নম্বর পাবেন, আরো ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে দৌড় শেষ করতে পারলে ৪৮ নম্বর পাবেন। ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে দৌড় শেষ করতে না পারলে অনুপযুক্ত হিসেবে বাতিল করে দেয়া হবে। পুল আপের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়ে অন্তত ১০ বার করতে সক্ষম হলে ৪০ নম্বর, ৯ বারের জন্য ৩৩ নম্বর, ৮ বারের জন্য ২৭ নম্বর, ৭ বারের জন্য ২১ নম্বর ও ৬ বারের জন্য ১৬ নম্বর ধার্য রয়েছে। অন্তত ৬ বার পুল আপ না করতে পারলে অনুপযুক্ত হিসেবে বাতিল করে দেয়া হবে। ৯ ফিট দূরত্বের লংজাম্প ও আঁকাবাঁকা ভারসাম্যতায় হাঁটার বিষয়ে কোয়ালিফাই করতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীরা স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট, ভোটার তালিকা (যদি থাকে), কাস্ট সার্টিফিকেট, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের ২০ কপি রঙীন ছবি, এডমিট কার্ড, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পাশের সার্টিফিকেট, সার্ভিসম্যান ও এক্স-সার্ভিসম্যানের পুত্র হলে ডিসচার্জ বুক, রিলেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও জেরক্স কপি সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অনুযায়ী এডমিট কার্ড নিয়ে নিয়োগ র‍্যালিতে উপস্থিত থাকবেন। উপযুক্ত এবং ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থীদের এই র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে আগে থেকে আবেদন পাঠাতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্‌ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যে **হোম গার্ড ভলান্টিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, র‍্যালীর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* বিএসএনএল-এ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১৩৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা ২ আগস্ট, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **বিজন্যাস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **অগ্নিবীর** হিসাবে যোগদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ অগ্নিবীর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেল ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ইপিএফও-তে **এলডিসি, জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, দপ্তরে কর্মরত হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এনবিসিসি-তে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২৮-৫৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে **অগ্নিবীর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ সাড়ে ১৭-২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ড-এ **টেকনেশিয়ান, মাইনিং শিরদার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

লকডাউন নয়, জ্বালানির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ: কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): দেশে কোনও লকডাউন জারি করা হচ্ছে নাএই মর্মে স্পষ্ট আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। একইসঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে মজুতদারি রুখে জ্বালানির স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক কমানোর কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে ধন্যবাদ জানান। রিজিজু বলেন, "এমন এক সময়ে যখন বিশ্বে সংঘাত চলছে এবং আমাদের জ্বালানির বড় অংশ আমদানির ওপর নির্ভরশীল, তখন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণ বিষয় নয়।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী আজ দেখিয়ে দিয়েছেন যে কোনও ভারতীয় নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনে যেন সমস্যা না হয়, সেটাই সরকারের লক্ষ্য। গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।" লকডাউন নিয়ে ছড়ানো গুজব উড়িয়ে দিয়ে রিজিজু স্পষ্টভাবে বলেন, "কোনও লকডাউন নেই। অযথা আতঙ্ক ছড়াবেন না। প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্র পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।"

তিনি রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে বলেন, কোথাও যেন গ্যাস, পেট্রোল বা ডিজেলের ঘাটতি না হয় এবং কেউ যেন মজুতদারি করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

সংসদের ভূমিকাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সংসদের সদস্যরাও এটিকে স্বাগত জানাবেন। জনগণের প্রতিনিধিরা এই পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবেন।"

শেষে তিনি সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এটি সঙ্কটের সময়। আমাদের সবাইকে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন।"

মন্ত্রীটির বক্তব্যে স্পষ্ট, বিশ্ব জ্বালানি বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশের ভিতরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং জনমানসে আস্থা বজায় রাখাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

পেট্রোল-ডিজেলের আবগারি শুল্ক কমানো জনগণকে সুরক্ষা দিতেই: নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতেই কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর ১০ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার সাধারণ মানুষের ওপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ না বাড়িয়ে নিজেই সেই বোঝা বহন করার নীতি নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নির্দেশনায় জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রাখা এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

সীতারামন বলেন, "বিদেশে তেলের দাম বাড়লেও দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম যাতে না বাড়ে এবং সরবরাহে কোনও ঘাটতি না হয়এই দু'টি বিষয়েই জোর দেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতার মধ্যেও দেশে জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। আবগারি শুল্ক কমানোর ফলে তেল বিপণন সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে এবং বাড়তি খরচ ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে না।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "সরকার এই খরচ বহন করায় রিফাইনারিগুলি পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় রাখতে পারছে এবং বাজার পরিস্থিতি যেমনই হোক, সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হচ্ছে না।"

তিনি জানান, রাম নবমীর দিন উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সকালে সংসদে বিষয়টি জানানো হয়।

বিরোধীদের সমালোচনা করে সীতারামন বলেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়েও রাজনৈতিক মন্তব্য করা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং জনস্বার্থের বিষয়েও রাজনীতি করা উচিত নয়। তিনি স্পষ্ট করেন, এই সহায়তা না থাকলে সাধারণ মানুষকে প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেলের জন্য আরও বেশি দাম দিতে হতো। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব যাতে দেশের নাগরিকদের ওপর না পড়ে, তার জন্যই কেন্দ্র সরকার এই বোঝা নিজে বহন করছে।এই সিদ্ধান্তের ফলে তেল সংস্থাগুলি তাতণিক স্বস্তি পাবে এবং মূল্যস্ফীতির চাপও কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গে উৎপাদিত এলপিজি বাইরে পাঠানো চলবে না: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): বর্তমান এলপিজি সরবরাহ সঙ্কট না কাটানো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত এলপিজি অন্য রাজ্যে পাঠানো উচিত নয় বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

শুক্রবার কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "এই সঙ্কটের সময়ে কোনও অবস্থাতেই বাংলায় উৎপাদিত এলপিজি রাজ্যের বাইরে যাওয়া উচিত নয়।"

মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশনের তরফে ব্যাপক হারে আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের বদলি, প্রতিস্থাপন এবং ডেপুটেশনের ফলে এই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে, রাজ্যে উৎপাদিত এলপিজি বাইরে সরবরাহ করা হতে পারে। একইসঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিপুল সংখ্যক নির্বাচনী আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায় আসবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, "এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষের রান্নার গ্যাসের অভাব যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বিচারাধীন তালিকার প্রথম সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্পূরক তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছিল। ওরা বলছে তালিকা প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু আমরা এখনও হার্ড কপি পাইনি। এটা গণতন্ত্রের হত্যার শামিল।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতে এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহি করতে হবে। "যদি সাহস থাকে, স্বচ্ছভাবে তালিকা প্রকাশ করা হোক। মানুষের জানা উচিত তাঁদের নাম আছে কি না। প্রতিটি জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত। এই দেশ কি বিজেপির ব্যক্তিগত সম্পত্তি?" প্রশ্ন তোলেন তিনি।এদিন তিনি পশ্চিম বর্ধমানের আন্দালে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিতে রওনা দেন।

১২.৬২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

ভোপাল, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একটি ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় প্রায় ১২.৬২ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।প্রয়োগ অধিদপ্তর-এর ভোপাল জোনাল অফিস 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২'-এর আওতায় এই পদক্ষেপ করেছে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এম/এস এক্সেল ভেহিকলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং তার দুই ডিরেক্টর মঞ্জু গর্গ ও ঋষভ গর্গ। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ভোপালের কোলার তহসিলে অবস্থিত একটি কৃষিজমি ও একটি বাণিজ্যিক প্লট।এই তদন্ত শুরু হয় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-এর অ্যান্টি-করাপশন ব্রাঞ্চ, ভোপাল-এর দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে। অভিযোগ, সংস্থাটি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-কে প্রায় ৪২ কোটি টাকার প্রতারণা করেছে।পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর ইন্দোরের বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। তদন্ত চলাকালীন ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর ইডি তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১.০৯ কোটি টাকার নগদ অর্থ ও গয়না উদ্ধার করে ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, এক্সেল ভেহিকলস প্রাইভেট লিমিটেড টাটা মোটরস-এর ডিলারশিপ পরিচালনার জন্য প্রায় ৪২ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল। তবে সংস্থাটি বন্ধক রাখা সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা গোপন করে এবং একটি সম্পত্তি আগে থেকেই কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক-এর কাছে বন্ধক থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।তদন্তে আরও জানা যায়, সংস্থার ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে বড় অঙ্কের অর্থ কোনও বৈধ ব্যবসায়িক কারণ ছাড়াই সহযোগী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অসম ভোটের আগে প্রচারে জোর গুয়াহাটিতে রোডশো করবেন অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে জোর বাড়াচ্ছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার গুয়াহাটিতে একটি বড় রোডশো দিয়ে নতুন করে প্রচার অভিযান শুরু করতে চলেছেন।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতে পৌঁছে তিনি বিজেপির গুয়াহাটি সেন্ট্রাল আসনের প্রার্থী বিজয় গুপ্তার সমর্থনে রোডশোতে অংশ নেবেন। আর্য বিদ্যাপীঠ মাঠ থেকে শুরু হয়ে এই রোডশো সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি অতিক্রম করবে, যাতে শহুরে এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে ভোটারদের সমর্থন জোরদার করা যায়।এই সফরে তিনি দলীয় নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করবেন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি ও বুথস্তরের সংগঠন মজবুত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন।পরের দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোনিতপুর জেলায় ধেকিয়াজুলি টি এস্টেটের মাঠে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন, যেখানে রাজ্যের মন্ত্রী অশোক সিংহলের সমর্থনে প্রচার করবেন। এরপর তিনি নলবাড়ি জেলার তিহুতে গিয়ে চামতা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল মাঠে জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির সমর্থনে প্রচার করবেন। এর মধ্য দিয়েই শেষ হবে তাঁর দু'দিনের সফর।দলীয় নেতৃত্বের দাবি, উচ্চ ও নিম্ন অসমের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে সমর্থন সুসংহত করতেই এই সফর বিজেপির বৃহত্তর নির্বাচনী কৌশলের অংশ। আগামী ২ এপ্রিল তিনি আবারও বরাক উপত্যকা অঞ্চলে প্রচারে ফিরবেন। সেদিন শ্রীভূমি জেলায় মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের সমর্থনে এবং শিলচরে প্রাক্তন সাংসদ রাজদীপ রায়ের হয়ে সভা করবেন।এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ এপ্রিল অসম সফরে এসে লক্ষীমপুর জেলার বিহপুরিয়া ও গোহপুরে দুটি বড় জনসভায় ভাষণ দেবেন বলে জানা গেছে। এই দুই কেন্দ্র রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

১,৯৫৫ প্রার্থী মাঠে, ৯ এপ্রিল বিধানসভা ও উপনির্বাচন: ইসি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনকে ঘিরে মোট ১,৯৫৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শুক্রবার কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন ২৫০ জন প্রার্থী।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, যে তিনটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তার মধ্যে অসমে (১২৬টি আসন) ৭২২ জন, কেরলে (১৪০টি আসন) ৮৯০ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে (৩০টি আসন) ২৯৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে, উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে গোয়ার একটি আসনে লড়ছেন ৩ জন প্রার্থী। কর্ণাটকের দুটি আসনে মোট ৩৪ জন, এবং নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার একটি করে আসনে ৬ জন করে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।

আগামী ৯ এপ্রিল এই নির্বাচন ও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। এর আগে ১৫ মার্চ নির্বাচন সূচি ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন এবং ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের কথা জানানো হয়।

অসম, কেরল ও পুদুচেরির জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৩ মার্চ, এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময় ছিল ২৬ মার্চ বিকেল ৩টা পর্যন্ত।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রত্যেক কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসাররা প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন। পাশাপাশি, মনোনয়ন, যাচাই ও প্রত্যাহার সংক্রান্ত সমস্ত নথি সিলবন্দি করে সংরক্ষণ করা হবে।ভোটারদের সুবিধার্থে এবার ইভিএম ব্যালটে প্রার্থীদের রঙিন ছবি, সিরিয়াল নম্বর, নাম ও প্রতীক বড় অক্ষরে প্রদর্শন করা হবে, যাতে সহজে প্রার্থী চিহ্নিত করা যায়।

CORRIGENDUM

Tender Reference No : 15/ACE/PDU/ PWDWR/DNIeT/25-26
Tender ID : 2026_CEWR_71753_1
PNIT NO : 03/EE/RD/2025-26 dt 23.03.2026
Name of Work : Procurement of Centrifugal pump sets with motors (Electrically Operated) for different W.R Schemes in Tripura during the year 2025-26.
Due to some unavoidable circumstances the uploading tender from Executive Engineer, Resource Division Panchamukh, Agartala for the above mentioned work vide above PNIT No is hereby cancelled.

For & on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Resource Division,PWD(WR)
Panchamukh, Agartala
ICA/C-4971/26

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 02 (two) nos. of Foreign Liquor Warehouses under West Tripura District for the Period from 1st April 2026 to 31st March 2027 as per Rule 155A (1) of the Tripura Excise (Fifteenth Amendment Rules), 2018 subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in).
The other details related to e-tender can be and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in and also available in the Office Notice Board of the Collector of Excise, West Tripura District, Agartala.
Intending tenderer shall address to the Collector of Excise, West Tripura District and submit e-tender through the website (https://tripuratenders.gov.in). The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21 (Twenty one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 27/03/2026.
Corrigendum/addendum, if any will be published only on the above website.

ICA/C-4977/26
Collector of Excise
West Tripura District, Agartala.

NOTIFICATION

Subject: Notification regarding extension of last date of submission of RIMC Entrance Examination form for the term commencing January 2027.
Reference to the earlier advertisement no:-ICA/D/1987/26 published in daily news paper on 14/02/2026 to 16/02/2026, it is hereby informed to all concerned students that last date for submission of application form for Rashtriya Indian Military College (RIMC) entrance examination to be held on 07th June, 2026 for the term commencing January 2027 has been extended upto 15th April, 2026. The duly filled application form (Hard copy) should reach the Examination Section of SCERT, Abhoynagar, Agartala on or before 15th April, 2026.
N.B: The application forms issued by RIMC only shall be valid and locally printed / Photocopied and without RIMC Hologram (seal) shall not be accepted.

ICA/D-2188/26
(L. Darlong)
Director
SCERT, Agartala

পাটনায় ভক্তি ও জাঁকজমকে রাম নবমী উদযাপন মহাবীর মন্দিরে পুজো দিলেন নীতিন নবীন

পাটনা, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): বিহার জুড়ে ভক্তি ও জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হচ্ছে রাম নবমী। বিশেষ করে রাজধানী পাটনায় লক্ষাধিক ভক্তের ঢল নেমেছে।

শহরের ঐতিহ্যবাহী মহাবীর মন্দির-এ ভোর থেকেই উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ভোর ২টোতেই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং এরপর থেকেই শুরু হয় দর্শনার্থীদের দীর্ঘ লাইন, যা প্রায় এক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

আনুমানিক ৪ লক্ষেরও বেশি ভক্ত আজ মন্দিরে দর্শন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এই উপলক্ষে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং মন্দিরের সচিব সায়ন কুণাল শুক্রবার সকালে মন্দিরে পুজো দেন। এছাড়াও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

"জয় শ্রী রাম" ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ভক্তরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে দর্শন করেন, কারণ এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।মন্দির প্রাঙ্গণ ফুল ও আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে, যার জন্য বিশেষভাবে কলকাতা থেকে ফুল আনা হয়েছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ২০টি এলইডি স্ক্রিনে লাইভ দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গর্ভগৃহে ৮০ টনের এসি বসানো হয়েছে।

প্রসাদের জন্য ৫১ কেজি ওজনের দুটি বিশাল লাড্ডু তৈরি করা হয়েছে এবং মোট প্রায় ২৪ হাজার কেজি প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন কাউন্টারের মাধ্যমে।

এছাড়াও শহরজুড়ে ৫২টি বড় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে, যার কেন্দ্রস্থল ডাকবাংলো মোড়। সেখানে প্রায় ৫ থেকে ৭ লক্ষ ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনাইন এবং অভিনেতা-সাংসদ অরুণ গোভিল-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরাপত্তার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেসিসিটিভি নজরদারি, কেন্দ্রীয় কন্টোল রুম, পুলিশ, বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা হয়েছে।অন্যদিকে, পঞ্চরূপী হনুমান মন্দির-এও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।সব মিলিয়ে, রাম নবমী উপলক্ষে পাটনা ও গোটা বিহার জুড়ে ভক্তি, উৎসাহ ও আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করছে।

PNIeT-15/E.E/Div-IV/AMC/25-26 Date: 25/05/2026
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No: 49/DIV-IV/ AMC/25-26 Tender ID- 2026_SAMC_71784_1	Rs. 5,03,075	Rs. 10,062	60(Sixty) Days	31/03/2026 Time 15:00 Hrs	31/03/2026 Time 16:00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 50/DIV-IV/ AMC/25-26 Tender ID- 2026_SAMC_71785_1	Rs. 5,27,524	Rs. 10,550					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.DIV-IV. AMC at city Centre 4 floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Enghieer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

NOTIFICATION

WHEREAS, I Muhammad Sajad P., IAS, District Magistrate, South Tripura District am satisfied that it is necessary to get all the licensed fire-arms and ammunitions within the jurisdiction of entire South Tripura District deposited into safe custody to prevent pre-poll, poll and post-poll violence during the process of ensuing General Election to TTAADC, 2026.
NOW THEREFORE, in exercise of power conferred upon me under the Arms Act 1959, I Muhammad Sajad P., IAS, District Magistrate, South Tripura District, hereby order that all category of licensed fire-arms and ammunitions of the concerned licensee under South Tripura District shall be deposited to the respective Police Stations of particular area immediately except licensed guns of security guards deployed in the Banks, ONGC and IOCL under South Tripura District latest by 31st March, 2026, unless exempted by the undersigned in writing, failing which appropriate action will be taken as per provision of the Arms Act, 1959.
Any person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms and ammunition will be confiscated under relevant provisions of the Arms Act, 1959 and the license shall be liable for cancellation under Section 17 of the said Act.
This order shall be applicable till the completion (of the election process of General Election to TTAADC, 2026.

ICA/D-2197/26
(Muhammad Sajad P., IAS)
District Magistrate & Collector
South Tripura, Belonia

P'NIET No.:- 170/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:-24/03/2026
The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or firms holding a valid licence/authorisation issued by the competent Government authority for installation and maintenance of firefighting system or OEM authorised service providers, duly authorised to supply,. install and provide after-sales service for the tendered work or any reputed firm having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	98/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Incidental repairing/maintenance, day to day (24X365 days) operation and CAMC of firefighting system at Susurut building nolari ungaran ABV-RCC, Agartala along with supply. Installation, commissioning of fire esl extinguishers. (2nd Call)
Estimated Cost :	Rs. 14,44,680.00
Time of Completion :	410 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 28,894.00
Last date and time of Submission of Bid :	02/04/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4979/26
Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

লকডাউনের গুজব সম্পূর্ণ ভুয়ো, এমন কোনও প্রস্তাব নেই: হরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): দেশজুড়ে সম্ভাব্য লকডাউন নিয়ে ছড়ানো গুজব সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে স্পষ্ট জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তিনি জানিয়েছেন, সরকারের কাছে এ ধরনের কোনও প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন নয়।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ এক পোস্টে পুরী বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতি এখনও অস্থির রয়েছে এবং জ্বালানি, সরবরাহ শৃঙ্খল ও প্রয়োজনীয় পণ্যের পরিস্থিতি সরকার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে। নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে নাগরিকদের জন্য জ্বালানি ও জরুরি পরিষেবার নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, "ভারত অতীতে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও স্থিতিশীলতা দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সময়োপযোগী ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেবে।"

লকডাউন নিয়ে জল্পনার প্রসঙ্গে পুরী স্পষ্ট করে বলেন, "ভারতে লকডাউন নিয়ে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সরকার এ ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত বিবেচনা করছে না। এই পরিস্থিতিতে শান্ত ও দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন। গুজব ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা অনুচিত।"

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী তেল ও গ্যাস সরবরাহে টানাপোড়েন এবং এলপিজি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষিতে দেশে সম্ভাব্য লকডাউন নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল।

এর আগেও কেন্দ্র সরকার জানিয়েছিল, লকডাউন জারি করার কোনও পরিকল্পনা নেই এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক 'প্রস্তুতি' সংক্রান্ত মন্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই প্রস্তুতি মূলত প্রশাসনিক স্তরে সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য, সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপের ইঙ্গিত নয়।

আগরতলা পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। ছবি নিজস্ব।

এডিসি নির্বাচন সামনে, গোমতী জেলায় জোরদার পুলিশি টহল ও রোডমার্চ

উদয়পুর, ২৭ মার্চ : আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে গোমতী জেলাজুড়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসন। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে যাতে কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় জোরদার নিরাপত্তা মহড়া চালানো হয়।
বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ উদয়পুরের গর্জি, তৈনানি, মায়াপুরী, দাতারাম সহ একাধিক এডিসি এলাকায় সাইরেন বাজিয়ে রোডমার্চ করেন গোমতী জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার কে। তাঁর নেতৃত্বে এই রোডমার্চে অংশ নেন মহকুমার পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়, রাধা কিশোরপুর থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর, গর্জি থানার ওসি তপন দাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং টিএসআর জওয়ানরা।
রোডমার্চ চলাকালীন পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় টহল দেয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দেয়। নির্বাচনের সময় যাতে ভোটাররা নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার কে জানান, এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে। তিনি সকল রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের কাছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।
এদিকে, এই রোডমার্চকে ঘিরে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই মনে করছেন, পুলিশের এই ধরনের উদ্যোগ নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সবমিলিয়ে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে, যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়।

ধর্মনগর উপনির্বাচনে জোরদার প্রচার, জহর চক্রবর্তীর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি মন্ত্রী সুধাংশু দাস

ধর্মনগর, ২৭ মার্চ : ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জোরদার প্রচারে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। দলীয় প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে শামিল হলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।
একদিকে প্রার্থী জহর চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী বর্ণালী গোস্বামী দলীয় কর্মীদের নিয়ে লাগাতার বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রীরাও প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
শুক্রবার বড়ুয়াকান্দি গ্রামে ব্যাপক প্রচার চালান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং গণদেবতাদের কাছে আবেদন জানান, আসন্ন উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী জহর চক্রবর্তীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রচারের তীব্রতা বাড়ানো হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্ব আশাবাদী, সংগঠনের শক্তি ও জনসমর্থনের জোরে ধর্মনগর উপনির্বাচনে ভালো ফল করবে দলীয় প্রার্থী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংরক্ষণ ইস্যুতে সরব নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ, সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক দাবি

ধর্মনগর, ২৭ মার্চ : সংরক্ষণ ইস্যুকে সামনে রেখে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ৫৬নং ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচনের নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ। আসন্ন উপনির্বাচনে শাসক বিজেপি ছাড়াও কংগ্রেস, সিপিআইএম এবং নির্দল মিলিয়ে মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁদের মধ্যেই নিজেকে "বাঙালির প্রার্থী" হিসেবে তুলে ধরছেন ব্রজলাল দেবনাথ।
মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই তিনি জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তব্য রেখে চলেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ত্রিপুরায় ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ৩১ শতাংশ ওবিসি জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও বিধানসভায় মাত্র চারজন ওবিসি বিধায়ক রয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি ন্যূনতম দশজন ওবিসি বিধায়ক থাকার দাবি জানান। একইসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, ধর্মনগর উপনির্বাচনে শাসক দল কেন ওবিসি, বিশেষ করে নাথ সম্প্রদায় থেকে কোনও প্রার্থী দেয়নি।
আগরতলার বাসিন্দা হয়েও ধর্মনগর কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তিনি জানান, এর মাধ্যমে নাথ তথা ওবিসি সমাজকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চান। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ২০২৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ২০ জন ওবিসি প্রার্থী দাঁড় করানোর লক্ষ্য রয়েছে তাঁর।
এদিনের সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গও টেনে আনেন। রাজা বল্লাল সেনের শাসনামলের উল্লেখ করে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন, সেই সময় থেকেই জাতপাতের বিভাজন শুরু হয়, যার ফলে সনাতনী হিন্দু সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এডিসি নির্বাচন: মহারাণী-তেলিয়ামুড়া আসনের ভোটকর্মীদের প্রথম পর্যায়ের মহড়া সম্পন্ন

আগরতলা, ২৭ মার্চ: আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে ১১-মহারাণী-তেলিয়ামুড়া (এসটি) নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কার্য পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ভোটকর্মীদের নিয়ে প্রথম পর্যায়ের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী ভোটগ্রহণের কাজ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভোটগ্রহণ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। এদিনের মহড়ায় প্রিসাইডিং অফিসার সহ ভোটগ্রহণ কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডিসিএম হরিপদ সরকার, মাস্টার ট্রেইনার জয়দীপ পাল এবং রাজীব বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়াও মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন এআরও বিপ্লব আচার্য, ডিসিএম প্রদীপ কুমার সরকার সহ মোট ৯ জন সেক্টর অফিসার। প্রিসাইডিং অফিসারসহ মোট ৩০৬ জন ভোটকর্মী এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

জ্বালানিতে আবগারি শুল্ক কমানোয় বড় স্বস্তি, মোদী সরকারের সিদ্ধান্তে নাগরিকদের উপকার: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতির মধ্যে কেন্দ্রের আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের বড় স্বস্তি মিলেছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি বলেন, "পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং দাম বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোদী সরকারের আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক।"
তিনি আরও বলেন, "অনেক দেশ যেখানে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, সেখানে মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়।" এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে ধন্যবাদ জানান তিনি।
উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর লিটারপিছু ১০ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমিয়েছে। এর ফলে পেট্রোলে শুল্ক কমে ৩ টাকা প্রতি লিটার এবং ডিজেলে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এছাড়াও, জ্বালানি রপ্তানি ও বিদেশগামী বিমানের জন্য সরবরাহের ক্ষেত্রে শুল্কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২২ সালের একটি পুরনো বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে আমদানি করা এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল-এর ওপর শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানকে ঘিরে চলমান সংঘাত এবং হরমুজ প্রণালীতে অবরোধের আশঙ্কার জেরে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে, তেল বিপণন সংস্থাগুলি বর্তমানে প্রতি লিটার জ্বালানিতে প্রায় ৪৮.৮ টাকা পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ মূল্যের প্রভাবেই ঘটছে।
অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২.২৯ শতাংশ কমে ব্যারেলপিছু ১০৫.৫৩ ডলারে নেমেছে। মার্কিন ডব্লিউটিআই ক্রুডের দামও ২.৫৪ শতাংশ কমে ৯২.০৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে।
কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, দেশে পেট্রোলিয়াম ও এলপিজি সরবরাহ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভুয়ো তথ্য বা গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্যও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

● প্রথম পাতার পর

মূল্য হ্রাস পেলে দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশা করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, এই পদক্ষেপ বর্তমান পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে একটি সময়োপযোগী ও সংবেদনশীল উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী মোদি বরাবরই জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন, এবং এই সিদ্ধান্ত সেই ধারাকেই আরও একবার স্পষ্ট করল। ত্রিপুরা ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের পক্ষ থেকে এই জনবান্ধব উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

সাংবাদিক সুদীপ খুনের

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেন, আবেদনকারীর একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দেওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে সমস্ত বকেয়া অর্থ সুদসহ প্রদেয় হবে, যদি পরে বিভাগীয় প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কোন অর্থ ফেরত দিতে হয়, তিনি তা করবেন। প্রসঙ্গত, তপন দেববর্মা সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পরীক্ষার্থীর এডমিট কার্ডসহ সব পুড়ে ছাই; ক্ষতি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা

উদয়পুর, ২৭ মার্চ: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল দুটি বসতঘর ও একটি গোয়ালঘর। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে উদয়পুরের জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈষ্ণবীচর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডে। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে প্রশাসন।
বাড়ির মালিক আবুল কাশেম জানান, আগুনে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ সব কিছুই পুড়ে যায়। সবচেয়ে দুঃখজনক, তার ছেলেযিনি বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীতার পরীক্ষার এডমিট কার্ডও আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে পরিবারে।
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টাকারও বেশি বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর দমকল দপ্তরের একটি ইঞ্জিন রওনা দিলেও গ্রামের রাস্তা সরু হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেনি। পরে দমকল কর্মীরা পাশের পুকুর থেকে মোটর বসিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন।
দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা। খবর পেয়ে কাকড়াবন থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।
এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসন ও স্থানীয়দের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ক্যামেরুনের নাগরিক আটক, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগ

আগরতলা, ২৭ মার্চ: আগরতলা রেলস্টেশন এলাকা থেকে এক বিদেশি নাগরিককে আটক করল পুলিশ।
আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করেন অস্টিন আয়ুক এট্রা নামে এক যুবককে। তিনি আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তিনি অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং ট্রেনে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
তিনি আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই ব্যক্তি কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি। ফলে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে তোলা হবে এবং পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ৬১(২)(এ)/১৪৩(২) ধারা এবং ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্টের ২১/২৩ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চৈত্র মেলায় যানজট রুখতে

● প্রথম পাতার পর

শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতেই এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, মেলা উপলক্ষে শহরের দোকানদারদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেউ যদি রাস্তা বা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করেন, তাহলে তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে।
এই প্রথমবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে ১২০০টি শিশু উদ্যানে স্টল তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের জন্য। ফলে ব্যবসায়ীদের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি শহরের শৃঙ্খলাও বজায় থাকবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

পশ্চিম এশিয়া

● প্রথম পাতার পর

সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচার জরুরি। এ জন্য রাজ্যগুলিকে কন্টোল রুম, হেল্পলাইন ও নোডাল অফিসার সক্রিয় রাখার নির্দেশ দেন, বিশেষত যাদের পরিবারের সদস্যরা পশ্চিম এশিয়ায় রয়েছেন।
বৈঠকে উপস্থিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, সরকার ইতিমধ্যেই পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক কমানো এবং এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে।
ক্যাবিনেট সচিব টি.ভি. সোমনাথন পরিস্থিতির বিস্তারিত মুল্যায়ন তুলে ধরেন এবং রাজ্যগুলির জন্য প্রস্তুতি জোরদারের সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের নেওয়া পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করেন এবং বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষায় কূটনৈতিক উদ্যোগকে স্বাগত জানান। জ্বালানি শুল্ক হ্রাস ও বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকেও তারা ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেন।
তারা জানান, বর্তমানে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজির পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং পরিস্থিতি স্থিতিশীল। পাশাপাশি, কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
তবে নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরল ও পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীরা এই বৈঠকে অংশ নেননি।
বৈঠকের শেষে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় বলেন, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা একটি যৌথ দায়িত্ব এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত সফলভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে।

বিভিন্ন দাবিতে রাজ্যপালের

● প্রথম পাতার পর

আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা। সমগ্র ঘটনায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সংগঠনের সদস্যরা এবং তাঁদের দাবিগুলির প্রতি ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার আশায় রয়েছেন।

বিশালগড় গুলিকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

আবেদন জানায়। তবে আদালত দুজন অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে জেলের মধ্যেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।
পুলিশের অনুমান, শুভম সাহা ও মনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে গুলিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রণবীর দেবনাথসহ তার গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যদের দ্রুত গ্রেফতার করা সম্ভব হবে এবং পুরো ঘটনার রহস্য উদঘাটন হবে।

ইরান জয়ের দাবি

● প্রথম পাতার পর

করেছিল 'আমরা কি আরও সময় পেতে পারি?' তাই আমি তাদের ১০ দিনের সময় দিলাম," তিনি বলেন, এবং যোগ করেন যে আলোচনা ভালভাবে চলছে।
তিনি সতর্ক করেন যে চুক্তি না হলে নতুন হামলা হতে পারে। যদি তারা যা করতে হবে তা না করে, আমি তাদের শক্তি কেন্দ্র ধ্বংস করব, তিনি বলেন।
ট্রাম্প যুক্তি দেন যে মার্কিন হস্তক্ষেপ কেবল জাতীয় নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বকে একটি বড় সেবা করছি, তিনি বলেন।
প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন যে মার্কিন অভিযান শুরু হওয়ার আগে ইরান পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়নের কাছাকাছি ছিল।
যদি আমরা আঘাত হানতাম না তারা এখনই পারমাণবিক অস্ত্র পেত, এবং এ সময়ে তা ব্যবহার করত, তিনি বলেন।
ঘরোয়া সমালোচনার জবাবে ট্রাম্প বিরোধী মতামতকে উপেক্ষা করেন এবং তার রাজনৈতিক ভিত্তির শক্ত সমর্থনের কথাও তুলে ধরেন।
জনগণ বুদ্ধিমান তারা আমাদের চায় না তাদের মাথার ওপর একটি পারমাণবিক বোমা নিয়ে থাকুক, তিনি বলেন।
ট্রাম্প এই অভিযানের সঙ্গে মার্কিন সামরিক শক্তির বিস্তৃত কৌশলগত সক্ষমতাকেও যুক্ত করেন। আমাদের পৃথিবীর সেরা সামরিক বাহিনী আছে কেউ কাছাকাছি আসে না, তিনি বলেন।

পেট্রোল ও ডিজেলে আবগারি শুল্ক ১০

● প্রথম পাতার পর

সীতারামন-কে ধন্যবাদ জানান।
বিহারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম কৃপাল যাদব এই সিদ্ধান্তকে প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের সময়ে এটি সাধারণ মানুষের উপর চাপ কমাবে।
এছাড়া বিজেপি সাংসদ অরুণ গোভিল বলেন, এই সিদ্ধান্ত সময়ের দাবি ছিল এবং সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই আবগারি শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এনডিএ নেতারা এই পদক্ষেপকে জনমুখী ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

পারিবারিক কলহের জেরে যুবকের

● প্রথম পাতার পর

তৈরি হয়েছে। ছেলের মৃত্যুর জন্য মা-কে দায়ী করলেন শোকে বিহ্বল পিতা।
সুশান্ত দে তার নিজ বাড়িতেই আত্মহত্যা করে। তার বাবা সুজিত দে। জানা গেছে, দুই মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বৈবাহিক জীবনের শুরুতেই পারিবারিক অশান্তি তীব্র হয়ে ওঠে। সুশান্ত হাইকোর্টের অন্তর্গত একটি মেশিনে কাজ করতেন এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থা সাধারণ ছিল। আত্মহত্যার আগে তিনি পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি সুইসাইড নোট লিখে যান, যাতে পারিবারিক কলহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পুলিশ সুইসাইড নোটটি জব্দ করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করছে এবং পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ নিচ্ছে। কোনো সন্দেহজনক কিছু না পাওয়া পর্যন্ত এটিকে পুরোপুরি আত্মহত্যা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।
গোর্খা বস্তি নতুন পল্লীতে সকলে শোকাহত। প্রতিবেশীরা জানান, সুশান্ত ছিলেন শান্তস্বভাবের। কিন্তু পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝগড়া চলছিল। এই ঘটনা এলাকায় যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়িয়েছে। স্থানীয় নেতারা পরিবারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
এদিকে, ছেলের মৃত্যুর জন্য মা-কে দায়ী করেছেন হতভাগ্য পিতা। সুশান্তের পিতা সুজিত বাবু আক্ষেপ করে বলেন, মা-র সাথে তাঁর প্রায়ই অশান্তি হতো। ফলে, ঝগড়ার পর ছেলের উপর অভিমান করে মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যেতেন তিনি। মা-র এই আচরণ মেনে নিতে পারছিল না সুশান্ত। অবশেষে আজ এই চরম পদক্ষেপ নিল। মৃতের পিতা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়েও বাড়ি আসেননি তাঁর মা। মানুষ এতটা পাষাণ কিভাবে হতে পারেন, বুক চাপরে বলছিলেন তিনি।

দেশের সেরা

● প্রথম পাতার পর

কঠোর পরিশ্রমের ফল। তিনি আশা প্রকাশ করেন, যদি এই ধারা বজায় থাকে, তাহলে আগামী বছর টিএসইসিএল 'এ প্লাস' গ্রেডও অর্জন করতে পারবে। শুধু তাই নয়, তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন, ত্রিপুরাকে দেশের অন্যতম সেরা বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী রাজ্যে পরিণত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
অন্যদিকে, ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুও এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে কর্মীদের উৎসর্গ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, এই সাফল্যের ফলে মানুষের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। তাই আগামী দিনে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য নিগম সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।
নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সিএসআরডি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই রেটিং দেওয়া হয়েছে মোট ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে। প্রথমত, অপারেশনাল রিলেয়াবিলিটি বা বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থায়িত্ব। এখানে ত্রিপুরা জাতীয় গড়ের থেকেও অনেক এগিয়ে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে দিনে গড়ে ২৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। শিল্পাঞ্চলে তো ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখন ত্রিপুরায় লোডশেডিং অতীত। শুধুমাত্র যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা প্রাকৃতিক কারণে পাওয়ার কাট ছাড়া লোডশেডিং কে বিদায় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ট্রান্সফরমার বিকল হওয়ার হারও অনেক কমেছে। আগে যেখানে এই হার ছিল ৫.৪০%, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৬৩%-এ। জাতীয় গড় যেখানে ৫.০২%, সেখানে ত্রিপুরার এই উন্নতি বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর শক্ত অবস্থানকে স্পষ্ট করে।
দ্বিতীয়ত, নতুন সংযোগ এবং অন্যান্য পরিষেবা। আগে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অনেক সময় লাগত। এখন প্রায় ১০০% আবেদন অনলাইনে করা যাচ্ছে এবং দ্রুত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের সময় এবং ঝামেলা দুটোই কমেছে। প্রিপেইড মিটারের ব্যবহারও ধীরে ধীরে বাড়ছে। এতে গ্রাহকরা নিজের খরচ নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন এবং বিল নিয়ে বিভ্রান্তি কমছে।
তৃতীয়ত, মিটারিং, বিলিং এবং কালেকশনএই ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে। এখন প্রায় ৬৫% মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করছেন, যা আগে ছিল মাত্র ১৩%। অর্থাৎ মানুষ এখন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছেন। এর পাশাপাশি ৯৯% গ্রাহক এখন মোবাইলে বিল সংক্রান্ত আপডেট পাচ্ছেন। ফলে আর বিল হারিয়ে যাওয়া বা দেরিতে পাওয়ার সমস্যা নেই। মিটার খারাপ হলে সেটাও খুব দ্রুত বদলে দেওয়া হচ্ছে। শহরাঞ্চলে গড়ে মাত্র ২.৯ দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।
চতুর্থত, অভিযোগ প্রতিকার এবং পরিষেবা। টিএসইসিএল-এর ২৪ ঘণ্টার কনজিউমার কেয়ার সেন্টার এখন পুরোপুরি সক্রিয়। কোনো সমস্যা হলে দ্রুত অভিযোগ জানানো যাচ্ছে এবং সমাধানও পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হলে আগে থেকেই গ্রাহকদের সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া এবং মাইকিং এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ১০০% সাফল্য অর্জন করেছে, যা গত বছর ছিল মাত্র ১৪.৮%।
এই সবকিছু মিলিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কারত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিষেবা এখন শুধু বিদ্যুৎ দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা হয়ে উঠেছে এক আধুনিক, স্বচ্ছ এবং গ্রাহকবান্ধব ব্যবস্থা। জাতীয় স্তরে যেখানে ৬৬টি সংস্থার মধ্যে খুব কম সংখ্যক সংস্থা 'এ' বা তার উপরের গ্রেড পেয়েছে, সেখানে ত্রিপুরার এই সাফল্য সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ছোট রাজ্য হিসেবে এই অর্জন আরও গুরুত্বপূর্ণ। জানা গেছে গোটা দেশের ৬৬ টি বিদ্যুৎ বিতরক সংস্থার মধ্যে ৬ টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা অর্থাৎ ডিসকম এ প্লাস পেয়েছে। ত্রিপুরাসহ এই ক্যাটাগরি পেয়েছে মোট ২১ টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা। বি প্লাস ক্যাটাগরি পেয়েছে ২৭ টি ডিসকম। বি ক্যাটাগরি পেয়েছে দশটি, সি প্লাস একটি এবং সি ক্যাটাগরি পেয়েছে একটি ডিসকম।
ত্রিপুরা এখন শুধু নিজের রাজ্যের মানুষকেই ভালো পরিষেবা দিচ্ছে না, বরং গোটা দেশের সামনে একটি উদাহরণ তৈরি করছেকীভাবে পরিকল্পনা, প্রযুক্তি এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি পরিষেবা ব্যবস্থাকে বদলে ফেলা যায়।
সব মিলিয়ে বলা যায়, ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা শুধু প্রয়োজন মেটানোর বিষয় নয়, বরং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আর এই পথ চলায় বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং এবং নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।
আগামী দিনে যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তাহলে ত্রিপুরা খুব শীঘ্রই দেশের সেরা বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী রাজ্যগুলোর শীর্ষে পৌঁছে যাবেএমনটাই আশা করা যায়।

সদর ভিত্তিক স্কুল স্তরের গার্লস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে মহিলা ক্রিকেটের মানোন্নয়ন ও নতুন প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করলো ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)। সদর মহকুমা ভিত্তিক ২০২৫-২৬ মরশুমের আন্তঃ-স্কুল (বালিকা) ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে সদর মহকুমাধীন ইচ্ছুক বিদ্যালয়গুলি থেকে অংশগ্রহণের আবেদন আহ্বান করেছেন টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে।টিসিএ-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সদর মহকুমার অন্তর্গত যে সমস্ত স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগ্রহী, তাদের আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ৭ই এপ্রিলের মধ্যে (টিসিএ-র ছুটির দিন ব্যতীত) আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত টিসিএ সদর কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট স্কুলের নিজস্ব লেটার হেডে হতে হবে এবং সেখানে যোগাযোগকারী ব্যক্তির নাম ও ফোন নম্বর উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক।এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে খেলোয়াড়দের বয়স সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যে সকল খেলোয়াড়ের জন্ম ২০০৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বা তার পরে, শুধুমাত্র তারাই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রতিটি স্কুল ন্যূনতম ১২ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন খেলোয়াড়কে নথিভুক্ত করতে পাববে।অংশগ্রহণকাবী স্কুলগুলিকে আবেদনের সাথে (১) কিউআর কোড যুক্ত জন্ম শংসাপত্র। (২) স্কুলের লেটার হেডে একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে খেলোয়াড়দের তালিকা, যেখানে নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, ভর্তির নম্বর ও তারিখ এবং বর্তমান ক্লাসের উল্লেখ থাকবে। (৩) টিসিএ-র দেওয়া নির্দিষ্ট ফরমেটে সম্পূর্ণ পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম। (৪) কভার লেটারের হার্ড ও সফট কপি।(৫) টিসিএ-র নির্ধারিত ফরমেটে খেলোয়াড়দের হেডশট (ছবি) জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য টিসিএ-র পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কাজল স্মৃতি ফুটবলে জয় দিয়ে শুরু আস্তাবল ও স্পোর্টস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের। পাশাপাশি প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলও। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ ১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সুচি অনুযায়ী দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা দুইটাই অনুষ্ঠিত গ্রুপ সি-এর খেলায় আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টার সাত গোলের ব্যবধানে প্রনবানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দল খেলার প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দলের পক্ষে সালং জমাতিয়া একাই পাঁচটি গোল করে। এছাড়া, তোহিত চাকমা ও ফ্র্যাঙ্কি বরতে একটি করে গোল করে। বেলা সাড়ে তিনটায় দিনের অপর খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৬-১ গোলের ব্যবধানে টিআইএসএফ কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দল খেলার প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দলের পক্ষে জে ডার্লিং একাই চারটি গোল করে।এছাড়া, কে রিয়াং করেছে দুটি গোল। টিআইএসএফ-এর পক্ষে কে দেববর্মা একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারের খেলায় মতিনগর ক্রীড়া একাডেমী দশ গোলের ব্যবধানে আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে পরাজিত করেছে। এছাড়া, সুখময় দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল ও ফুলো জানো ক্লাবের ম্যাচটি দুই-দুই গোলে ড্র তে অমীমাংসিত ছিল। দুদল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের রিটার্ন লীগের খেলা আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফিরতি লীগের খেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল (শনিবার) থেকে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফিরতি লিগে আগামীকাল তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রথম লীগের খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব সাত উইকেটের ব্যবধানে সংহতি ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) ও হার্ভে ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রথম লীগের খেলায় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হার্ভে ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। এমবিবি স্টেডিয়ামে আগামীকাল দিনের অপার খেলায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ও শতদল সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রথম লীগের খেলায় শতদল সংঘ ১২৭ রানের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে পরাজিত করেছিল।

অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী মারিনের অবসর, চোটের কারণে ৩২ বছরেই শেষ ব্যাডমিন্টন তারকার কেরিয়ার

ব্যাডমিন্টনে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় তথা রিয়ো অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী তারকা ক্যারোলিনা মারিন অবসর নিলেন। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়ো বার্তায় নিজের অবসরের কথা জানিয়েছেন তিনি।

চোটের কারণে বেশ কিছু দিন কোর্টের বাইরে থাকতে হয়েছে মারিনকে। তার পরেও নিজের শহরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়াইল্ড কার্ড হিসাবে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। স্পেনের তারকা জানিয়েছেন, সেই প্রতিযোগিতায় নামবেন না।

৩২ বছরের মারিন জানিয়েছেন, লাগাতার চোটের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এর পরেও খেললে তাঁর বড় চোট লাগার ঝুঁকি থাকত। সেই কারণে ব্যাডমিন্টনকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। মারিন বলেন, "আজ সোজা কথা সোজা ভাবে বলতে চাই। পেশাদার ব্যাডমিন্টনে আমার যাত্রা শেষ। তাই আমি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নামব না।"

চলতি বছর জানুয়ারি মাসে চোটের কারণে ব্যাডমিন্টন থেকে অবসর নিয়েছিলেন সাইনা নেহওয়াল। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর মহিলা তারকা তথা অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা জানিয়েছিলেন, আর টানতে পারছেন না তিনি। অনেকটা একই সুর শোনা গেল মারিনের গলায়।

মারিন জানিয়েছেন, আর একটি ফাইনাল খেলার ইচ্ছা ছিল তাঁর। স্পেনের তারকা বলেন, "আমি চেয়েছিলাম, অন্তত আর এক বার ফাইনাল খেলতে। কিন্তু সেটা করতে গেলে শরীরে চোটের ঝুঁকি বেড়ে যেত। তাই অনেক আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

২০১৬ সালের অলিম্পিক্সে মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ভারতের পিভি সিন্ধুকে হারিয়েছিলেন মারিন। তিনটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছেন তিনি। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান ট্রফিও রয়েছে তাঁর ক্যাবিনেটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোটকে হারাতে পারলেন না তিনি। ৩২ বছর বয়সেই ব্যাডমিন্টনকে জানালেন বিদায়।

বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলার আশা জিইয়ে রাখল চার বারের চ্যাম্পিয়ন দল

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ১২ বছর পর বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা আশা বাঁচিয়ে রাখল ইটালি। চার বারের বিশ্বজয়ীরা গত দু'টি বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। অন্য দিকে, বিশ্বকাপে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে গেল ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ডের। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্লেঅফ ম্যাচের আগে ইটালি শিবিরে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই অশান্তির আঁচ মাঠে অন্তত পড়েনি। আইরিশদের বিশ্বকাপ খেলার আশায় জল ঢেলে ২-০ ব্যবধানে জয় পেল ইটালি। দু'টি গোলই হয়েছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৬ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন স্যান্দ্রো তোনালি। ৮০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন মসি কিন।ম্যাচের দু'দিন আগে ইটালি কোচ জেনারো গাত্তুসো জানিয়েছিলেন, তিনি চাপে রয়েছেন। কারণ এই ম্যাচ হারলেই টানা তৃতীয় বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলা হত না ইটালির। তাই নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিততে মরিয়া ছিল আজুরিরা। ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলতে শুরু করে ইটালি। ঘরের মাঠে দর্শক সমর্থন কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখলেও প্রথমার্ধে গোল পায়নি। শেষ পর্যন্ত বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে গোল করে ইটালিকে এগিয়ে দেন তোনালি।বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছোতে আরও একটি ম্যাচ জিততে হবে ইটালিকে। ৩১ মার্চ বসনিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে হবে তাদের। সেই ম্যাচ জিতলে তবেই বিশ্বকাপের টিকিট পাবে গাত্তুসোর দল।

৫ ব্যাটার: এবারের আইপিএল যাঁদের ফেরাতে পারে জাতীয় দলে

নতুম মরসুমের আইপিএল শুরু হতে বাকি আর দু'দিন। গোটা ক্রিকেটবিশ্বের নজর থাকবে ভারতের এই টি-টোয়েন্টি লিগের দিকে। তাকিয়ে থাকবেন নির্বাচকেরাও। ভারতের আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের তুলে আনতে আইপিএলের উপরেই নির্ভর করেন তাঁরা। নতুন মুখদের মাঝেই লড়াই করবেন পুরনো মুখেরা, যাঁরা কোনও না কোনও সময়ে আইপিএলে ভাল খেলেই উঠে এসেছেন। কিন্তু এখন জাতীয় দলে ব্রাত্য। ভারতের জার্সি আবার গায়ে চাপানোর লড়াই প্রতিনিয়ত চলবে তাঁদের।

আইপিএল যেমন নতুনদের উঠে আসার মঞ্চ, তেমনই পুরনোদের কাছেও দলে ফেরার একটা সুযোগ। আড়াই মাসের প্রতিযোগিতায় ভাল খেলতে পারলেই নির্বাচকদের সুনজরে আসা যাবে। ঢুকে পড়া যাবে জাতীয় দলে। ব্যর্থ হলে জাতীয় দলের স্বপ্ন শেষও হয়ে যেতে পারে। আনন্দবাজার ডট কম এ রকমই পাঁচ ব্যাটারকে বেছে নিল, যাঁদের কাছে এই আইপিএল প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হতে চলেছে।

ঋষভ পন্থ (লখনউ)

আইপিএল থেকেই তাঁর উঠে আসা। মূলত সাদা বলের ক্রিকেট খেলেছেন। সেখান থেকে লাল বলেও নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যে ফরম্যাট থেকে তাঁর উত্থান, সেই টি-টোয়েন্টি দলেই আর জায়গা পান না। আগে তবু ১৫ জনের দলে থাকতেন। অনেক দিন ধরে সেটাও পাচ্ছেন না। দু'বছর আগে তাঁর চালাকিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা দলের ধারেকাছে ছিলেন না। দেশের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দু'বছর আগে। গত বারের আইপিএলে এমন কিছু করেননি যাতে জাতীয় দলে ফিরতে পারেন। এ বার তাই পন্থের কাছে সুযোগ নিজেকে প্রমাণ করার।

শ্রেয়স আয়ার (পঞ্জাব কিংস)

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাঁর সম্পর্কে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর বলেছিলেন, "ওকে বাদ দেওয়া হয়তো সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। কিন্তু দলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতেই হয়েছে।" জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলের দরজায় অনেক দিন ধরেই কড়া নাড়ছেন। কিছুতেই সেই দরজা ফাঁক হচ্ছে না। টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার ব্যাপারে তিনি সম্ভবত সকলের আগে থাকবেন। দেশের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে। ২০২৪-এ কলকাতা ট্রফি জেতানোর পর গত বছর পঞ্জাবকে ফাইনালে তুলেছিলেন। ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান করেছিলেন। তবু টি-টোয়েন্টি দলে ফিরতে পারেননি। এক দিনের দলে নিয়মিত খেলেন। কিন্তু টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা শ্রেয়সের কাছে আসল চ্যালেঞ্জ।

শুভমন গিল (গুজরাত)

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ খেলার পরই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়েছিল। তবু একটা ধন্দ ছিল। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের সময় সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচকেরা দল থেকেই ছেঁটে ফেলেছিলেন শুভমনকে। টেস্ট এবং এক দিনের দলের অধিনায়ক যে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়বেন এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। ফলে শুভমনের কাছে প্রত্যাবর্তনের লড়াইটা সম্মানরক্ষারও বটে। তাঁকে দেখিয়ে দিতে হবে যে টি-টোয়েন্টি দলেও তিনি নিজের দমে খেলার যোগ্য। এমনিতে আইপিএলে প্রতি বছর ঝুড়ি ঝুড়ি রান করলেও দেশের হয়ে সেই ফর্ম দেখাতে পারেন না। প্রশ্ন উঠেছে স্ট্রাইক রেট নিয়েও। ফলে এই দু'টি বিষয়েই নজর রাখতে হবে শুভমনকে। রানও তুলতে হবে, স্ট্রাইক রেটও বাড়াতে হবে।

যশস্বী জয়সওয়াল (রাজস্থান)

বছর দুয়েক আগে ঠিক হয়েছিল অভিষেক শর্মার সঙ্গে তিনিই ধারাবাহিক ভাবে টি-টোয়েন্টিতে ওপেন করবেন। আচমকাই শুভমন গিলের সঙ্গে অভিষেককে ওপেন করানো শুরু হয়। তিনি প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়ে যান। এর পর সঞ্জু স্যামসন আসায় শুভমনও বাদ পড়ে যান। অবস্থা যা, তাতে এখন টি-টোয়েন্টি দলের ধারেকাছেও নেই যশস্বী। কারণ সঞ্জু ব্যর্থ হলে ঈশান কিশন ওপেন করতে পারেন। তা না হলে শুভমনকে ডাকা হতে পারে। তার পরে আসতে পারে যশস্বীর নাম। ফলে আইপিএলে খুবই ভাল না খেললে অদূর ভবিষ্যতে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার সম্ভাবনা কম। যশস্বী হয়তো বড় রান করারই লক্ষ্য নিয়েছেন।

জিতেশ শর্মা (বেঙ্গালুরু)

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে এখন উইকেটকিপারের অভাব নেই। সঞ্জু না হলে ঈশান রয়েছেন। এই অবস্থায় জিতেশ শর্মাকে আইপিএলে শুধু ব্যাটিং ভাল করলেই চলবে না, উইকেটকিপিংয়েও মুন্সিয়ানা দেখাতে হবে। গত বছরের শেষ দিকে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছিলেন। বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাননি। পরিস্থিতি যা তাতে সঞ্জু বা ঈশান কেউই না খেলতে পারলে তাঁর দলে ঢোকার কথা। কিন্তু সঞ্জু এবং ঈশান দু'জনেই ভাল ব্যাটার। জিতেশ সাধারণত মিডল অর্ডারে ব্যাট করেন। ফলে শুধু উইকেটকিপিংয়ের দক্ষতা দেখিয়ে তাঁর পক্ষে দলে ঢোকা মুশকিল। আইপিএলে জিতেশের স্ট্রাইক রেট বিশেষ খারাপ নয়। তবে দেশের হয়ে ১২ বার ব্যাট করতে নামলেও বড় ইনিংস এখনও খেলতে পারেননি। নির্বাচকদের আস্থা অর্জনের জন্যে তাঁকে দুই বিভাগেই ভাল খেলতে হবে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের সূচি ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ

নয়াদিল্লি: আর এক রাত পোহালেই শুরু আইপিএলের মহারণ। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যাচ এখন অনেকটাই দেরি। তবে আইপিএলের আবহেই অবশ্য বিসিসিআইয়ের তরফে বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ আসন্ন মরশুমের জন্য ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের ঘরোয়া মরশুমের সূচি প্রকাশ করে দেওয়া হল। আর এই সূচি প্রকাশের পরেই দেখা দিয়েছে অসন্তোষ।

ভারতের ঘরোয়া আন্তর্জাতিক ম্যাচের সূচি শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়ে। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ক্যারিবিয়ানরা এ দেশে এসে। এরপর ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। এরপরই জানুয়ারিতে সিকান্দার রাজার দল আসবে ভারতে খেলতে। এরপর জানুয়ারির ২১ তারিখ থেকে শুরু বর্ডার- গাওস্কর ট্রফি। মূলত এই বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির (জ্জঙ্গুঙ্গ স্তুন্ ঙ্গড্ছ) সূচি ঘিরেই সমর্থকদের অসন্তোষ।ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের ধুন্ধুমার সিরিজের প্রথম টেস্টটি হবে নাগপুরে। তার পরের চারটি টেস্ট যথাক্রমে চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচি ও আমদাবাদে আয়োজিত হবে। তবে এই সিরিজে চেন্নাই বাদে বিসিসিআই কোনও প্রথাগতভাবে ভারতের টেস্ট ভেন্যু হিসাবে পরিচিত কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, নয়াদিল্লিতে কোনও মাচই রাখেনি।

এমনকী পরিসংখ্যান বলছে বিগত দুই দশকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মুম্বই বা কলকাতায় কোনও টেস্ট ম্যাচই হয়নি। এই বিখ্যাত টেস্ট ভেন্যুগুলিতে ম্যাচ না দেওয়ার ফলেই মূলত ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। আর সোশ্যাল মিডিয়ায়ই তাঁরা নিজেদের হতাশা প্রকাশ করেছেন।অবশ্য সমর্থকদের এই অসন্তোষের পরেও একবার সূচি ঘোষণার পর বোর্ডের মতবদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

আরসিবির দুঃশ্চিন্তা বাড়ল, সম্ভবত গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ফাস্ট বোলার

নয়াদিল্লি: সপ্তাহান্তেই শুরু হতে চলেছে আইপিএলের মহারণ। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর দুই দিন আগেই আরসিবি শিবিরে বিরাট ধাক্কা। সম্ভবত গোটা টুর্নামেন্টেই আর তারকা ফাস্ট বোলারের খেলা হবে না।আরসিবির তারকা বোলার জশ হ্যাজেলউড দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের বাইরে ছিলেন। তাঁর ফিটনেস নিয়ে ছিল প্রবল সংশয়। তবে এখানে হ্যাজেলউডের কথা হচ্ছে না। এমনকী হ্যাজেলউড তো টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আজই আরসিবি শিবিরে যোগও দিয়েছেন। তবে তাঁর আরসিবির শিবিরে যোগ দেওয়ার দিনই আইপিএল চ্যাম্পিয়নদের দুঃশ্চিন্তা বাড়ল আরেক বিদেশি ফাস্ট বোলারকে নিয়ে। তিনি নুয়ান থুসারা। শ্রীলঙ্কান ফাস্ট বোলারও বেশ কয়েকদিন ধরেই চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আইপিএল যোগদানের জন্য ক্রিকেটারদের নিজেদের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের ছাড়পত্র লাগে। শ্রীলঙ্কান বোর্ড আগেই এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল নুয়ান থুসারা নিজের ফিটনেস প্রমাণ করার জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন করবেন। বোর্ড সবটা খতিয়ে দেখে তারপরেই আইপিএল খেলার ছাড়পত্র পাবেন তিনি।

সেই মতোই থুসারা ছাড়পত্রের জন্য আবেদনও করেছিলেন বলে খবর। কিন্তু ফিটনেস প্রমাণ করার জন্য যে পরিমাণ পয়েন্টের দরকার, থুসারা তা পেতে পারেননি। সেই কারণেই রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে লঙ্কান বোর্ড নাকি থুসারাকে ছাড়পত্র দেয়নি। এর ফলে ১.৬ কোটি টাকায় কেনা তারকার আইপিএলে অংশগ্রহণ ঘিরেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।এক শ্রীলঙ্কান সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী থুসারা আপতত চোটের কবলে নেই। কিন্তু দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট বোর্ড তাঁর ফিটনেস এবং ম্যাচে নিরন্তর বল করার জন্য আপাতত তিনি কতটা ফিট সেই বিষয়ে সন্দিহান। শ্রীলঙ্কান বোর্ড সম্প্রতি খেলোয়াড়দের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়ে কড়াকড়ি করেছে। তাঁরা বিশেষ পরীক্ষায় পাশ করলে, তবেই তাঁদের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। থুসারা সেই মানদণ্ডে পাস করতে না পারায় তাঁর আইপিএল খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

অলিম্পিকে বাধ্যতামূলক হচ্ছে 'জিন টেস্ট' মেয়েদের ইভেন্টে খেলতে লাগবে প্রমাণ

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, এখন থেকে শুধু জন্মগতভাবে নারী ক্রীড়াবিদেরাই অলিম্পিক গেমসের মেয়েদের ইভেন্টগুলোতে অংশ নিতে পারবেন। জন্মগতভাবে নারী কি না, তা পরীক্ষা করা হবে জিন-স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে।

আইওসির এই নিয়মের ফলে এখন থেকে ট্রান্সজেন্ডার খেলোয়াড়দের তাঁদের পরিবর্তিত পরিচয়ে বিবেচনা করা হবে না। সবাইকে জন্মগত লিঙ্গ অনুসারে দেখা হবে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় এ নিয়ম কার্যকর থাকবে।

আইওসি এক বিবৃতিতে বলেছে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে আইওসি বিবেচনা করে যে এসআরওয়াই জিনের উপস্থিতি সারা জীবনের জন্য অপরিবর্তিত থাকে এবং এটি একজন ক্রীড়াবিদের পুরুষ যৌন বিকাশ অনুভব করার একটি অত্যন্ত নির্ভুল প্রমাণ।' আইওসি দীর্ঘদিন ধরে অলিম্পিকে ট্রান্সজেন্ডার অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো সর্বজনীন নিয়ম প্রয়োগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। ২০২১ সালে সংস্থাটি বিভিন্ন খেলার আন্তর্জাতিক ফেডারেশনগুলোকে তাদের নিজস্ব নির্দেশিকা তৈরি করে সে অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিল।

তবে গত বছরের জুনে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আইওসির নতুন প্রেসিডেন্ট কির্স্টি কভেন্টি ভিন্ন অবস্থান নেন। তিনি জানান, একটি অভিন্ন পদ্ধতিই সব খেলায় প্রয়োগ করা হবে। আজ আইওসির বিবৃতিতে কভেন্টি বলেন, 'অলিম্পিক গেমসে সামান্যতম ব্যবধানও জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। তাই এটি একেবারে পরিষ্কার যে জন্মগত পুরুষদের নারী ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ন্যায্য হবে না। এ ছাড়া কিছু খেলাধুলার ক্ষেত্রে এটি মোটেও নিরাপদ হবে না।'

অবশ্য আগের কোনো ঘটনা এবং তৃণমূল বা অপেশাদার খেলাধুলার ওপর আইওসির নতুন নীতিমালার কোনো প্রভাব থাকবে না। আইওসি জানিয়েছে, লিঙ্গ বিকাশের বিরল ক্ষেত্রগুলোর জন্য কিছু ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে।

২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে নারী ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুজন বক্সারকে নিয়ে লিঙ্গ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। দুজনই নিজ নিজ ওজন শ্রেণিতে সোনা জিতেছিলেন। তার এক বছর আগে লিঙ্গযোগ্যতা পরীক্ষার জেরে তাঁদের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কর্তৃক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

আজকের আগপর্যন্ত ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের নিজ নিজ ফেডারেশন থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর অলিম্পিকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হতো। অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, রাগবি ইউনিয়নসহ কিছু ফেডারেশন এরই মধ্যে নিজস্ব নিয়ম তৈরি করেছে, যেখানে পুরুষ বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যাওয়া অ্যাথলেটদের নারী বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিষিদ্ধ।

এখন পর্যন্ত মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন প্রকাশ্যে আসা ট্রান্সজেন্ডার ক্রীড়াবিদ অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের লরেল হাবার্ড ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে ভারোত্তোলক হিসেবে অংশ নিয়ে প্রথম প্রকাশ্যে আসা ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেট হিসেবে জন্মগতভাবে নির্ধারিত লিঙ্গের বাইরে অন্য লিঙ্গ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ভারতীয় ফুটবলে ফের লজ্জা ! টাকা বকেয়া থাকায় স্টেডিয়াম থেকে 'বিতাড়িত' কোচ-ফুটবলাররা

স্টেডিয়ামের সিকিওরিটি ডিপোজিট দেওয়া হয়নি। এই কারণে ভারতীয় কোচ খালিদ জামিল-সহ সাহাল আবদুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান ও বিজয় ভার্জেসকে কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ঢুকতেই দেওয়া হল না বৃহস্পতিবার ! এদিন হংকং ম্যাচ নিয়ে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে একটি সাংবাদিক বৈঠক করার কথা ছিল জাতীয় কোচের। কোচির এই স্টেডিয়ামেই ৩১ মার্চ এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের হংকং ম্যাচ খেলতে নামবেন সামাদরা।

নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও জাতীয় দলের ম্যাচ হওয়ায় দেশের মান-সম্মান জড়িয়ে আছে এই ম্যাচটির সঙ্গে। আসলে নিয়ম অনুযায়ী এই ম্যাচের জন্য স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ গ্রেটার কোচিন ডেভলপমেন্ট অথরিটিকে বাধ্যতামূলক সিকিওরিটি ডিপোজিট দেওয়ার কথা কেরালা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। কিন্তু সেই অর্থ না পাওয়াতেই জিসিডিএ বৃহস্পতিবার খালিদ জামিলকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে দেয়নি। সূত্রের খবর, গ্রেটার কোচিন ডেভলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে কেরালা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বকেয়া অর্থ নিয়ে একটি বিবাদ চলছে। যদিও এই ঘটনার পর ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, কেরালা ফুটবল সংস্থার উপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাদের আশা, পরিকল্পনামাফিকই এএফসি কাপের ভারত-হংকং ম্যাচটি সুষ্ঠভাবে আয়োজন করা যাবে।এমনিতেই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যাওয়ার আর কোনও আশা নেই ভারতের। ভারতীয় ফুটবল দলের পারফরম্যান্স সাম্প্রতিক সময়ে খুবই খারাপ। তার উপর এই ধরনের একের পর এক ঘটনায় যেন জেরবার ফেডারেশন। যার ফলে এক একটি করে এমন ঘটনা ঘটছে আর ফেডারেশনকে বিবৃতি দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়েছে ফেডারেশন। এশিয়ান কাপে নামার আগে জার্সি বিভ্রাটে পড়েন ব্লু টাইগ্রেসরা। ম্যাচের মাত্র দু'দিন আগে টিম হোটেলে পৌঁছয় ভারতীয় দলের জার্সি। কিন্তু ফুটবলারদের ৮০ শতাংশের গায়েই আঁটেনি সেই পোশাক। কয়েকদিন আগে বয়স ভাঁড়িয়ে খেলার অভিযোগ ওঠে ফেডারেশনেরই অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। কিন্তু এশিয়ান কাপে নামার আগে স্থানীয় তিন ফুটবলারকে নিয়ে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারলেন না দেশের কোচ, এটা সত্যি লজ্জার বিষয়।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বৈষ্ণবটিলা সিদ্ধি সাইবাবা মন্দিরে রামনবমী উৎসবের উদ্বোধনে রাজ্যপাল

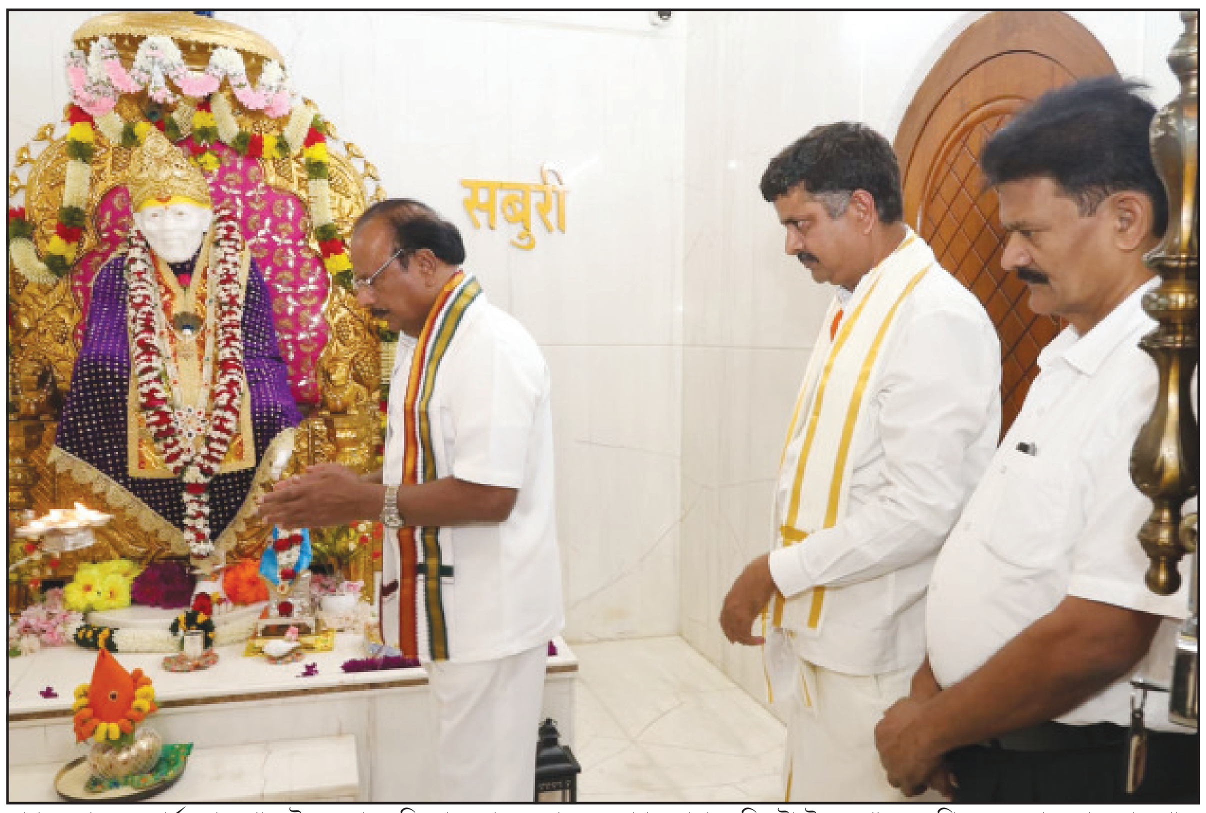

আগরতলা, ২৭ মার্চ: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে আমতলীর কাছে বৈষ্ণবটিলা সিদ্ধি সাইবাবা মন্দিরে রামনবমী উৎসবের উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল ভগবান রামের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন এবং পূজা করেন। এই সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাপক সংখ্যায় পূণ্যার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। আজ সকালে রাজ্যপাল মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান মন্দির ট্রাস্ট্রের সম্পাদক ড. পি এস এন রাজু। পরে রাজ্যপাল উপস্থিত পূণ্যার্থীদের প্রতি বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে রাম নবমী পালনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণে শান্তি-সম্প্রীতি এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মহানবমীতে আগরতলার দুর্গাবাড়িতে ধর্মীয় আবহে বাসন্তী পূজা, ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ২৭ মার্চ: চৈত্র মাসের পবিত্র মহানবমী উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়ি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল বাসন্তী পূজা। প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে এই পূজা ঘিরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, চৈত্র মাসেই প্রাচীনকালে দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন পণ্ডিতদের একাংশ। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই আজও চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা পালিত হয়ে আসছে। যদিও আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজায় জাঁকজমক বেশি থাকে, তবুও এই বাসন্তী পূজার নিজস্ব ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

মহানবমীর দিনে ভোর থেকেই শুরু হয় পূজার্চনা। দিনভর চলে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা। মন্দির চত্বর ভক্তদের উপস্থিতিতে ছিল সরগরম। বিশেষ করে মহা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে ভক্তদের ঢল নামে দুর্গাবাড়িতে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেবী দুর্গাকে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে আরাধনা করা হয়। এদিনও সেই নিয়ম মেনেই পূজার আয়োজন করা হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন দুর্গাবাড়িতে পূজো দিতে উপস্থিত হন সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, চৈত্র নবরাত্রির এই পবিত্র নবমী তিথিতে আগরতলার দুর্গাবাড়িতে পূজার্চনা করে মা দুর্গার চরণে প্রার্থনা জানাই এবং তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি।

বন্যপ্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে মানবিক উদ্যোগ, আহত হরিণ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

বিলোনিয়া, ২৭ মার্চ: মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিলোনিয়ার ভারতচন্দ্র নগরের বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের নেতাজি সুভাষ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হরিণ কুকুরের তাড়া খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুকুরের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় হরিণটি আহত অবস্থায় পড়ে যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত এগিয়ে এসে হরিণটিকে উদ্ধার করেন। পরে এক পশু চিকিৎসককে ডেকে এনে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসার পর হরিণটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বনকর্মীরা জানিয়েছেন, হরিণটিকে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য-তে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

মধুপুর কোনাবন থেকে বাইকসহ পাচারকারী গ্রেফতার, উদ্ধার চুরি হওয়া বাইক

আগরতলা, ২৭ মার্চ : বাইক চুরি ও পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল পূর্ব থানার পুলিশ। মধুপুর থানার অন্তর্গত কোনাবন এলাকা থেকে এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে একটি চুরি হওয়া বাইক উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, গত ২২ মার্চ বনমালীপুর এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়। এই ঘটনায় বাইকের মালিক আগরতলা পূর্ব থানায় একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় মধুপুর কোনাবন এলাকা থেকে চুরি হওয়া বাইকসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম বিশাল দাস। তার বাড়ি বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি এলাকায় বলে জানা গেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং পরবর্তীতে পুলিশি হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সদস্যদের সন্ধান করা হবে।

উল্লেখ্য, আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে বাইক চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এই ধরনের চুরি হওয়া বাইক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। পুলিশের এই অভিযানে চক্রের বিরুদ্ধে আরও তথ্য সামনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটায় ভাঙল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কলাছড়িতে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

কমলপুর, ২৭ মার্চ : কোনও রকম অনুমতি বা পূর্ব অবগতি ছাড়াই গাছ কাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভেঙে পড়ল একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অবকাঠামো। ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অন্তর্গত ১ নং কলাছড়ি পঞ্চায়েত এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, কমলপুর—আমবাসা সড়কের পাশে ১ নং কলাছড়ি গ্রামের প্রবেশদ্বারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত সালেমা আইসিডিএস অধীন "কালী কুমার শিশু বিহার" অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। কেন্দ্রটির দায়িত্বে রয়েছেন কর্মী বিনা রানী দাস। অভিযোগ, প্রায় পাঁচদিন আগে পঞ্চায়েতের একাধিক কর্মকর্তা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আশপাশে থাকা ফলন্ত আম, কাঁঠাল সহ বিভিন্ন গাছ কেটে ফেলেন। তাদের যুক্তি ছিল, গাছের ডাল ভেঙে পড়ে কেন্দ্রের দালান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু এই কাজের জন্য আইসিডিএস দপ্তর বা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে দাবি। গাছ কাটার সময় অসাবধানতাবশত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের টিনের বেষ্টিত ছাউনি ও দালান ঘর ভেঙে পড়ে। ফলে বর্তমানে কেন্দ্রটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, গাছ কাটার পর মোটা মোটা কাঠও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিবেশ নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ রয়েছে। কেন্দ্রের সামনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, জঙ্গলে ঘেরা জলাধার এবং সেখান থেকে বিষাক্ত পোকামাকড় ও সাপ বেরোনোর আশঙ্কায় অভিভাবকরা শিশুদের এখানে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করছেন। কাগজে-কলমে শিশুদের সংখ্যা বেশি দেখানো হলেও বাস্তবে উপস্থিতি ৬ থেকে ৮ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে অভিযোগ।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিনা রানী দাস প্রথমে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। পরে তিনি জানান, পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ-প্রধানের নির্দেশেই গাছ কাটা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তাঁর বা দপ্তরের কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। গাছ কাটার পর কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁকে দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বলেও জানান তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

মহারানীপুর এডিসি নির্বাচন ঘিরে তিপ্রা মথার জনসভা, জমে উঠল প্রচার

উদয়পুর, ২৭ মার্চ : স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে মহারানীপুরে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। শুক্রবার খামারবাড়ি জেবি স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে তিপ্রা মথার উদ্যোগে এক নির্বাচনি সভার আয়োজন করা হয়, যা ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

আসন্ন ১১ নম্বর মহারানীপুর কেন্দ্রের নির্বাচনকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৩ অম্পিনগর কেন্দ্রের তিপ্রা মথার বিধায়ক পাঠান লাল জমাতিয়া, মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেববর্মা, কল্যাণপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট গৌরব দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সভা থেকে নেতৃবৃন্দ কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং আসন্ন নির্বাচনে তিপ্রা মথাকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন।

এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১১ নম্বর মহারানীপুর কেন্দ্রের তিপ্রা মথা মনোনীত প্রার্থী উৎপল দেববর্মা ল্যান্ড রাইটস সহ জমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যে অধিকার ও সুবিধা সিপিএম, বিজেপি বা কংগ্রেস দিতে পারেনি, তিপ্রা মথা সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাহাড়ি মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে।

তিনি আরও দাবি করেন, স্বশাসিত এলাকার মানুষের অধিকার রক্ষায় তিপ্রা মথাই একমাত্র দল, যারা বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

সভায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তিপ্রা মথা কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভোটের প্রাক্কালে বড়সড় সাফল্য, পাথারকান্দিতে সাড়ে চার কুইন্টাল গাঁজা সহ কন্টেনার জব্দ

ধর্মনগর, ২৭ মার্চ : ভোটের প্রাক্কালে মাদক পাচার রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। আসামের পাথারকান্দিতে শুকনো গাঁজা বোঝাই একটি কন্টেনার ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। তবে অভিযানের সময় সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় চালক, যার খোঁজে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এনএল০১এন-৪৪৩২ নম্বরের একটি কন্টেনার ট্রাক ত্রিপুরা পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে রাজ্যসীমা পেরিয়ে কাঁঠালতলি হয়ে চাঁন্দখিরা ফাঁড়ির রাস্তা ধরে পাথারকান্দি জাতীয় সড়ক দিয়ে অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আগাম গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে নাকা চেকিং জোরদার করা হয়। মইনা বাইপাস এলাকায় ট্রাকটি পৌঁছালে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা গাড়িটিকে থামার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই সময় চালক কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৩৮টি প্যাকেটে মোট সাড়ে চার কুইন্টাল শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে।

ঘটনার তদন্তে শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার অর্নিবান শর্মা এবং পাথারকান্দি থানার ওসি মানসজ্যোতি বড়ো সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এসপি জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক প্রায় দুই কোটি টাকা।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, গাঁজাগুলি প্রথমে ট্রেনযোগে চাঁন্দখিরায় আনা হয় এবং পরে সেগুলি কন্টেনারে লোড করে পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

জাল ৫০০ টাকার নোটসহ দুষ্কৃতিকারী গ্রেপ্তার, চাঞ্চল্য সোনামুড়ায়

সোনামুড়া, ২৭ মার্চ : মোট ১৬টি ভারতীয় ৫০০ টাকার জাল নোটসহ এক দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আমির হোসেন (২৪)। তাঁর পিতার নাম জলিল খন্দকার। বাড়ি সিপাইজলা জেলার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বরদোয়াল মুন্সিবাড়ি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের কাছ থেকে একটি সারপ ব্লেড, এক প্যাকেট চানাচুর, একটি গুডনাইট লিকুইড মশার কয়েল এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ, সোনামুড়া ব্রিজ চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত 'সেভেন হেভেন্স শপিং মল' থেকে জাল নোট ব্যবহার করে এই সামগ্রীগুলি কেনার সময় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ।

এ ঘটনায় সোনামুড়া থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি বিশেষ পুলিশ দল ধৃতকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য ও একাধিক নাম উঠে এসেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, প্রাপ্ত তথ্য রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির সত্যতা যাচাই চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এই জাল নোট চক্রের জাল সোনামুড়া, কাকড়াবন, যাত্রাপুর ও বিশালগড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

ধৃতকে আজ মহামান্য আদালতে তোলা হবে এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

উদয়পুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাড়িতে চুরি, গয়না ও গ্যাস সিলিন্ডার উধাও

আগরতলা, ২৭ মার্চ: উদয়পুরের গোকুলপুর এলাকায় চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে দুটি সিলিন্ডার এবং স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, অবসরপ্রাপ্ত শরীর শিক্ষা শিক্ষক সুন্দর পালের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। গতকাল রাতে সুন্দর পাল ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তী পূজা উপলক্ষে উদয়পুরের সোনামুড়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে এসে তাঁরা দেখতে পান দরজা ও জানালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে আরও চাঞ্চল্যকর চিত্র সামনে আসে। রান্নাঘরে রাখা দুটি গ্যাস সিলিন্ডার উধাও। ঠাকুরঘরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি আলমারির দরজা খোলা এবং আলমারিতে থাকা বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কারও চুরি গেছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার পরই রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এই চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এডিসি নির্বাচন: শান্তিরবাজারে মহড়া অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভোটের কাজে নিযুক্ত ভোট কর্মীদের মহড়া আজ শান্তিরবাজার মুকুট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ২৬-বীরনচন্দ্রনগর-কলসী (এসটি) আসনে ভোট গ্রহণের জন্য শান্তিরবাজার বিভাগে ৪২২ জন ভোটকর্মী আজ মহড়ায় অংশ নেন। রিটার্নিং অফিসার সঞ্জীব চাকমা,

অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘের নতুন কমিটি গঠন, একাধিক দাবিতে সরব শিক্ষকরা

আগরতলা, ২৬ মার্চ : আগরতলাস্থিত মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আগামী দুই বছরের জন্য দূর্গা বর্মনকে সভানেত্রী, শুভঙ্কর রায়কে সাধারণ সম্পাদক এবং শুভাশীষ ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে।

সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে কম্পিউটার শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে আসছে। নবগঠিত কমিটি জানিয়েছে, এই কাজকে আরও জোরদার ও গতিশীল করতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রদেশ বিএমএসের ছত্রছায়ায় এবং প্রদেশ ঠেকা মজদুর সংঘের সহযোগিতায় সংগঠনের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

শিক্ষকরা তাঁদের দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, জনগণের করের টাকায় পরিচালিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে সাধারণ মানুষের উপকার হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সুফল পুরোপুরি মিলছে না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরুতে আগ্রহ থাকলেও বর্তমানে এই শিক্ষা অনেকাংশে কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

এছাড়াও, অন্যান্য শিক্ষকদের মতো কাজ করেও মাস শেষে মাত্র ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষকরা। বর্তমান বাজারদরে এই বেতন অত্যন্ত অপ্রতুল বলে তাঁদের দাবি।

তাঁদের প্রশ্ন, এই স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা চালিয়ে যাবেন, নাকি সংসার চালানোর জন্য বিকল্প আয়ের পথ খুঁজবেনএই দোটানায় পড়তে হচ্ছে। পাশাপাশি, কম্পিউটার শিক্ষায় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে সরকার নির্ধারিত মাসিক সম্মানী সরাসরি প্রশিক্ষকদের হাতে পৌঁছানোর দাবিও জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

বক্সনগরের বিতর্কিত বাজার সেড: চূড়ান্ত শুনানির আগে কড়া অবস্থানে জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৭ মার্চ :বক্সনগরের বিতর্কিত বাজার সেড নির্মাণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও জোরদার হল। মহকুমা শাসকের জারি করা নির্দেশিকা বলবৎ রেখেই চূড়ান্ত শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক তথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধার্থ শীব জসোয়াল। উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ বিধানসভা অধিবেশনে এই বিতর্কিত বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ২৩ মার্চের মধ্যে তদন্ত করে বিষয়টি স্পষ্ট করার আশ্বাস দেন। এরই মধ্যে ১৮ মার্চ মহকুমা শাসকের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে আপিল জানায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ।

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২৩ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর পর্যায়ে বিষয়টির স্পষ্টিকরণের পর শুক্রবার (২৭ মার্চ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২টা নাগাদ শুনানি শুরু হয়। অভিযুক্ত পক্ষ আগরতলার দুই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়।

শুনানির সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কঠোর ভাষায় প্রশ্ন তোলেন, মহকুমা শাসকের নির্দেশিকার পরও কেন অবৈধ নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে তাদের আইনজীবীরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন বলে জানা যায়।

এই প্রেক্ষিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পরবর্তী শুনানিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখতে মহকুমা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, এর মধ্যে যদি পুনরায় অবৈধ নির্মাণ শুরু হয়, তবে প্রশাসনিকভাবে অভিযান চালিয়ে নির্মাণ ভেঙে ফেলার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

প্রশাসনের এই কড়া অবস্থানের ফলে সংশ্লিষ্ট মহলে চাপা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, প্রস্তাবিত বাজার সেডে মোট ১০৪টি দোকানঘর নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৮টি ঘরের কাজ শেষ। বাকি ২৬টি ঘরের কাজ শুরু করার প্রস্তুতিও চলছিল। এলাকায় আলোচনা রয়েছে, ইতিমধ্যেই একাধিক দোকানঘর অগ্রিম অর্থ নিয়ে বিক্রির চুক্তিও হয়েছে। ফলে ক্রেতাদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে, বিশেষত সম্ভাব্য প্রশাসনিক পদক্ষেপের জেরে অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ এখন নজরে রয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে সরকারি জমিতে এ ধরনের নির্মাণের প্রবণতা বাড়তে পারে। ফলে চূড়ান্ত শুনানির রায়কে ঘিরে জেলাজুড়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

কৈলাসহরে পুলিশের বড়সড় সাফল্য, ৩৫ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার; মূল অভিযুক্ত পলাতক, দু'জন আটক

কৈলাসহর, ২৭ মার্চ: মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল কৈলাসহর পুলিশ। শহরের আরজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন বাঁধের পাড় এলাকায় শুক্রবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে প্রায় ৩৫ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মিঠু চৌধুরীর বাড়িতে হানা দেয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে অভিযানের আগাম খবর পেয়ে মূল অভিযুক্ত মিঠু চৌধুরী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বাড়িতে উপস্থিত তার স্ত্রী মাম্পি চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি স্বীকার করেন, তার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অভিযানে পুলিশ মাম্পি চৌধুরী এবং নির্মল মালাকার নামে আরও এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। নির্মল মালাকারের বাড়ি গৌরনগর আরডি ব্লকের রাঙাউটি এলাকায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অভিযানের সময় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রুঘুল এ এবং কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী উপস্থিত ছিল। ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিষয়ে ওসি তাপস মালাকার জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত পলাতক থাকলেও তাকে দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। আটক দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি এই মাদক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খোয়াইয়ে অসহায় পরিবার, থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত দুই ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা বাবা-মা

আগরতলা, ২৭ মার্চ: একদিকে মারণ ব্যাধি থ্যালাসেমিয়া-র প্রকোপ, অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য এই দু'য়ের চাপে কার্যত ভেঙে পড়েছে খোয়াই মহকুমার এক অসহায় পরিবার। পশ্চিম চেবরি পঞ্চায়েতের নন্দনপল্লীর বাসিন্দা রঞ্জন রায়ের দুই ছেলেই এই গুরুতর রোগে আক্রান্ত।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন দুই শিশু বর্তমানে শয্যাশায়ী। নিয়মিত রক্ত দিতে হচ্ছে, চলছে ব্যয়বহুল চিকিৎসা। কিন্তু সংসারের সীমিত আয়ে সেই খরচ বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ছেলেদের চিকিৎসা করাতে গিয়ে ইতিমধ্যেই সহায়-সম্বল প্রায় সবই হারিয়েছেন রঞ্জন রায় ও তাঁর স্ত্রী।

এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, ছেলেদের বাঁচাতে দিশেহারা বাবা-মা মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের আবেদন জানাতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতিবেশী ও স্থানীয়দের একাংশ এগিয়ে এলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল বলেই জানাচ্ছে পরিবার।

এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের সহৃদয় মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন অসহায় দম্পতি।

ধর্মনগরে উপনির্বাচন ঘিরে সর্বদলীয় বৈঠক

ধর্মনগর, ২৭ মার্চ : আসন্ন ৯ এপ্রিল ধর্মনগর ৫৬ নং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে শুক্রবার সকালে ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, আরক্ষা দপ্তরের ওসি মিনা দেববর্মা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে, সেই বিষয়গুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক নির্দেশনাও দেওয়া হয়।

বিলোনিয়ায় রাস্তা দখলমুক্ত করতে পুর পরিষদের কড়া অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ মার্চ : রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিল বিলোনিয়া পুর পরিষদ। শুক্রবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাস্তার উপর অবৈধভাবে রাখা নির্মাণ সামগ্রী সরানো এবং বাড়ি থেকে রাস্তা পর্যন্ত বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়।

পুর পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মাইকিং ও নোটিশ দেওয়া হলেও অনেকেই নির্দেশ অমান্য করছিলেন। ফলে বাধ্য হয়েই এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। অভিযানের সময় একাধিক ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানাও করা হয়।

পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সনদ দেওয়ান জানান, নোটিশ দেওয়ার পরেও কেউ গুরুত্ব দেয়নি, তাই এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে। তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, জরিমানা দেওয়ার পরও যদি কেউ রাস্তার উপর নির্মাণ সামগ্রী রেখে দখল করে রাখেন, তবে সর্বোচ্চ ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

এছাড়াও, যেসব নাগরিক দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি কর বকেয়া রেখেছেন, তাঁদের দুই দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর পরিশোধ না করলে পুর পরিষদ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা থেকে শুরু করে দোকানঘর বা বাড়িঘর সিল করার মতো ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সনদ দেওয়ান, ভাইস চেয়ারম্যান শিখা নাথ, কাউন্সিলর রিনা দাস, পুর পরিষদের বাস্তুকারসহ অন্যান্য কর্মীরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK
8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 28-03-2026, 01:31